ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "ডাকসেবা অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর খসড়া সম্পর্কে সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য খসড়া অধ্যাদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো। খসড়া অধ্যাদেশটির বিষয়ে মতামত dg@bdpost.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইল যোগে অথবা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর পত্রযোগে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডাকসেবা অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সনের ** নং অধ্যাদেশ)

বাংলাদেশে ডাক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের আধুনিকায়ন, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা, গ্রাহক সুরক্ষা, মানোন্নয়ন, সেবা সম্প্রসারণ ও ডিজিটাল রূপান্তর নিশ্চিত করিয়া, বিদ্যমান উপনিবেশিক আইন ও অপ্রচলিত বিধানাবলীর স্থলে একটি সমন্বিত ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন, লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা, তথ্য ও উপাত্ত সুরক্ষা এবং আন্তঃপরিচালন (interoperability) নিশ্চিতকরণ, গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিকার, বাংলাদেশ ডাকের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ, সার্বজনীন ডাকসেবার মান ও পরিধি রক্ষা, এবং ডাক ও কুরিয়ার খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত, এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত।

যেহেতু দেশের যেকোনো এক প্রান্তের সাথে অন্য যেকোনো প্রান্তের যোগাযোগের পর্যায়বৃত্তিক কাঠামো আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে বাংলাদেশ ডাক পরিপালন করে আসছে;

এবং যেহেতু নাগরিকের ঠিকানার তালিকা প্রস্তুতকরণ ও তার সাথে রাষ্ট্রের ও অন্যান্য নাগরিকের এবং পক্ষের যোগাযোগের ও গোপনিয়তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন আবশ্যক;

এবং যেহেতু সরকারের নিজস্ব গোপণীয় নথি, চিঠি ও দ্রব্য পরিবহনে তার নিজস্ব সক্ষমতা আনয়নের পাশাপাশি ডাক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের মানোন্নয়ন ও শৃঙ্খলা আনয়ন আবশ্যক;

এবং যেহেতু পরিবহন ও সরবরাহ খাতের সমন্বিত উন্নয়নে ডাক ও পার্সেল সেবা ক্ষেত্রের সংস্কার ও ডিজিটাইজেশন, উপাত্ত সুরক্ষা ও আন্তঃপরিবাহিতা (interoperability) নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু সংসদ ভঙ্গ অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হন যে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ বিধিবদ্ধ করিলেন।

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা।– (১) এই অধ্যাদেশ "ডাকসেবা অধ্যাদেশ, ২০২৫" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল ডাক, কুরিয়ার ও পার্সেল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সরকারী ডাক ব্যাগসমূহ, কূটনৈতিক ডাকব্যবস্থা এবং সরকার কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থায় পরিবহন ও বিতরণের জন্য নিযুক্ত কোনো সংস্থা বা বাহিনীর ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না। এছাড়াও, কোনো ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা বাণিজ্য–বহির্ভূত উদ্দেশ্যে নিজ উদ্যোগে ও নিজ ব্যবস্থাপনায় বার্তা বা সামগ্রী পরিবহন করেন, এবং উহা ডাক বা কুরিয়ার সেবাদান কার্যক্রমের অংশ না হইয়া থাকে, তাহা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর আওতাভুক্ত হইবে না।

২। সংজ্ঞা – বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে–

(ক) "**অধিকারী ডাকসেবা**" অর্থ বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক ডেজিগনেটেড অপারেটর (designated operator) এর ভূমিকায় মৌলিক ডাকসেবার অতিরিক্ত সেই সকল সেবাসমূহ, যাহা ঐতিহাসিকভাবে ও দালিলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ডাক এর ম্যান্ডেটভুক্ত অধিকার এবং দেশের সকল জনগণের আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে ডাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুড়ে প্রদান করা হইয়া আসিতেছে (যেমন, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, ডাক জীবন বীমা, স্ট্যাম্প পরিবহন, ইত্যাদি);

(খ) **"অবিভাগীয় এজেন্ট (Extra Departmental (ED) Agent)"** অর্থ বাংলাদেশ ডাক এর এমন জনবল, যাহারা স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে গণ্য না হইয়া সরকার নির্ধারিত ভাতা'র বিনিময়ে বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে সীমিত কর্মঘন্টায় ডাকসেবায় নিয়োজিত থাকেন;

(গ) **"আবশ্যিক জনবল"** অর্থ ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবা এবং অন্যান্য সকল ডাকসেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ডাক নেটওয়ার্কে আবশ্যিকভাবে নিয়োজিত সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যাহাদের অনুপস্থিতি বা কার্যে শৈথিল্য ডাকদ্রব্যের চলাচল ও চূড়ান্ত বিলিকে সরাসরি বিঘ্নিত করিতে পারে। এই জনবলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃসীমান্ত কোন গন্তব্যে প্রেরিত ডাকদ্রব্য পরিবহন ও চূড়ান্ত বিলি কার্যে সরাসরি নিয়োজিত সকল জনবল, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রক্রিয়াকরণ ও বাছাই কেন্দ্রে বাছাই কাজে সরাসরি নিয়োজিত সকল জনবল, আর্থিক সেবার আওতায় সরকারি ভাতা, পেনশন বা অনুদান জনগণের দোরগোড়ায় নগদ বা ডিজিটাল উপায়ে বিলি কার্যক্রমে সরাসরি নিয়োজিত জনবল, এবং এই সকল কার্যক্রমের নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্বাবধানকারী জনবল;

(ঘ) "**ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাকসেবা**" অর্থ সেই ডাক ও আর্থিক সেবাসমূহ যাহা সরকার কর্তৃক মনোনীত ডেজিগনেটেড অপারেটর দেশের সকল ঠিকানায় অবস্থানরত সকল জনগণকে, স্বীয় আর্থিক সামর্থ্য বা ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে, নিরবচ্ছিন্নভাবে, নির্ধারিত গুণগত মান ও সহনীয় মূল্যে একক ও অভিন্ন মানদন্ডে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;

(ঙ) "**এক্সপ্রেস (Express) ডাকসেবা**" অর্থ ওজন বা আয়তন নির্বিশেষে কোনো ডাকদ্রব্য প্রেরকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া, অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসীমান্ত গন্তব্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও সর্বোচ্চ দ্রুততা নিশ্চিতকরণপূর্বক প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে বিলি, এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধ করিয়া ডাকদ্রব্য ছাড়করণের ব্যবস্থা;

(চ) "**এজেন্সি (Agency) ডাকসেবা**" অর্থ মৌলিক ডাকসেবা এবং অধিকারী ডাকসেবা'র অতিরিক্ত সেই সকল ডাকসেবা, যাহা ডেজিগনেটেড অপারেটরের ভূমিকায় বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সুনির্দিষ্ট সমঝোতা, চুক্তি, লাইসেন্স বা অনুমোদনের ভিত্তিতে তাহাদের পক্ষে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা বা বিলি করিবার জন্য প্রক্সি অপারেটর হিসেবে প্রদেয়;

(ছ) "কুরিয়ার সার্ভিস" অর্থ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যে বা যাহারা নির্দিষ্ট কতক গ্রাহকের নিকট ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাকসেবা ব্যতীত উচ্চতর বা প্রিমিয়াম মান ও মূল্য সংবলিত মেইলিং সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার সেবাসমূহের মধ্যে পার্সেল, লজিস্টিকস গ্রহণ ও বিতরণ, কুরিয়ার, এক্সপ্রেস, ট্রান্সপোর্ট, ডকুমেন্ট, বিশেষায়িত ও প্রিমিয়াম পোস্টাল সার্ভিস এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এ অধ্যাদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যাবতীয় অনলাইন ও অফলাইন ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) **"ফ্রেঞ্চাইজি পোস্টমাস্টার"** অর্থ বাংলাদেশ ডাক এর সহিত সুনির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, যিনি লাইসেন্স বা অনুমোদনের ভিত্তিতে, বাংলাদেশ ডাক এর স্থাপনা বা প্রাঙ্গনের বাহিরে অবস্থানকরতঃ, নির্ধারিত বিনিয়োগ ও ঝুঁকি গ্রহণপূর্বক, স্বীয় ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত বাণিজ্যিক শর্তাবলী সাপেক্ষে, অতিরিক্ত ফি গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ ডাক এর সেবা প্রদান করেন;

(ঝ) **"ঠিকানা"** অর্থ:– (১) যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের এমন একটি ভৌগলিক অথবা অন্তর্জালিক অবস্থান, যেখানে যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান অবস্থান করিয়া থাকেন, বা যেখানে তাহাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান অবস্থান করিয়া থাকেন বা যেখান থেকে কোন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করিয়া থাকেন, বা যেখানে তিনি পরিচিতিমূলকভাবে অস্তিত্ববান, বা কোন বার্তা, দলিল, পণ্য, অর্থ বা সেবা যেখানে পৌঁছাইয়া দিলে তাহার কাছে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নিরুপণ করা যায়, বা অন্য কোন এমন ভৌগলিক অথবা অন্তর্জালিক অবস্থান, যাহাকে তিনি সম উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছেন;

(২) ইহা ছাড়া ডাকসেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্টকৃত ডাকঘরসমূহে যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রক্ষিত ও নামাঙ্কিত কোন ভৌত বা অন্তর্জালিক আধার এবং খতিয়ানের ভুক্তিও ঠিকানা মর্মে অভিহিত হইবে;

(৩) নির্দিষ্টকৃত ভৌগলিক বা অন্তর্জালিক অবস্থান নাই, এমন ভাসমান নাগরিকবৃন্দকে কোন বার্তা, দলিল, পণ্য, অর্থ বা সেবা পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত খুঁজিয়া পাইবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক প্রণীত যে কোন পদ্ধতিই ঠিকানা বলিয়া স্বীকৃত হইবে;

(ঞ) **"ডাক"** অর্থ কোনো ঠিকানা হইতে অন্য কোনো ঠিকানা, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিলির উদ্দেশ্যে প্রেরিত কোনো বার্তা, দলিল, পণ্য, অর্থ বা সেবা গন্তব্যে পৌঁছানোর নিমিত্ত উক্ত ঠিকানা, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে শনাক্ত ও নিরূপণ করিবার প্রক্রিয়া;

(ট) **"ডাকদ্রব্য"** অর্থ কোনো চিঠি, কার্ড, খাম, পার্সেল, প্যাকেট অথবা মুদ্রিত/লিখিত বার্তা কিংবা অন্য যে কোনো চিহ্নযুক্ত (marked/inscribed) দ্রব্য, যাহা ডাক মারফৎ প্রেরিত ও বিলিতব্য;

(ঠ) **"ডাকসেবা"** অর্থ নিম্নোল্লিখিত সেবা, যাহা ডেজিগনেটেড অপারেটর প্রদান করিয়া থাকেন এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত যেকোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্স বা অনুমোদন এর শর্ত ও অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী প্রদান করিয়া থাকেনঃ

(ক) যে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো ঠিকানায় কোন বার্তা, দলিল, পণ্য, অর্থ বা সেবা পৌঁছে দেয়া এবং তদদুদ্দেশ্যে বহন;

(খ) উপধারা 'ক' অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্টকৃত ডাকঘরসমূহে অথবা স্থাপনাসমূহে যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে রক্ষিত ও নামাঙ্কিত কোন আধার এর সংরক্ষণ এবং নামাঙ্কিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন বার্তা, দলিল, পণ্য, অর্থ বা সেবা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত উক্ত আধারে অপেক্ষা,জমা, আমানত, সঞ্চিতি ও তদদুদ্দেশ্যে নামাঙ্কিত আধারে পরিবহন, ইত্যাদি কর্মকান্ড;

(গ) উপধারা 'ক' ও 'খ' অনুযায়ী প্রদেয় সেবা সকল ঠিকানায় পৌঁছানোর নিমিত্ত যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) ইউপিইউ কর্তৃক ঘোষিত বা স্বীকৃত ডাকঘর কর্তৃক প্রদেয় যে কোন সেবা;

(ঙ) উপরোল্লিখিত সকল উপধারা অনুযায়ী প্রদেয় সেবা প্রদানের নিমিত্ত আনুষঙ্গিক সেবা;

(ড) "**ডাক যানবাহন**" অর্থ বাংলাদেশ ডাক এবং এর আওতায় ডাক পরিবহণের কার্যে নিয়োজিত সকল ধরণের রেল, সড়ক, নৌ বা আকাশপথের মানবনিয়ন্ত্রিত বা স্বয়ংক্রিয় যানবাহন;

(ঢ) "**ডেজিগনেটেড অপারেটর (Designated Operator)**" অর্থ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (UPU)–এর নিকট স্বীকৃত কোন একক সত্তা বা সংস্থা যাহা দেশের অভ্যন্তরে সার্বজনীন ডাক সেবার বিধানসমূহ নিশ্চিত ও পরিপালন করিবার জন্য এককভাবে দায়বদ্ধ থাকিবে এবং UPU কনভেনশন ও চুক্তিসমূহের অধীনে আন্তঃসীমান্ত (cross border) ডাকদ্রব্যের আদান–প্রদান পরিচালনার জন্য আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আন্তর্জাতিক ডাক প্রশাসনের নিকট বাংলাদেশ এর পক্ষে উপস্থাপিত হইবে; এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ডাক ডেজিগনেটেড অপারেটর হিসেবে গণ্য হইবে;

(ণ) **"নিষিদ্ধ দ্রব্য"** অর্থ ডাকদ্রব্য হিসাবে প্রেরণ করা যাইবে না মর্মে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষিত যেকোনো দ্রব্য;

(ত) **"পার্সেল ডাকসেবা"** অর্থ সেইরূপ ডাকসেবা, যাহার আওতায় চিঠি, বার্তা বা ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো মূর্ত (tangible) ও অস্থাবর (movable) পণ্য (goods), সাধারণত ৩০ (ত্রিশ) কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন সীমা সাপেক্ষে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ এবং বিলি করা হয়;

(থ) “**পোস্টকোড**” অর্থ একটি ভৌগোলিক এলাকা বা অবস্থান শনাক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত অঙ্ক, অক্ষর, বর্ণ বা ডিজিটাল কোডের একটি শ্রেণি বা ক্রম বা অঙ্ক, অক্ষর বা বর্ণ বা ডিজিটাল কোডের একটি সংমিশ্রণ, যাহা ডাকের বাছাই প্রক্রিয়া সহজীকরণ, বিলি কার্যক্রম সহজীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(দ) **“প্রতিষ্ঠান”** অর্থ কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, সংস্থা (Statutory হউক বা না হউক), অংশীদারি বা একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, সমবায়, সংঘ বা সংগঠন, যাহা ডাক, কুরিয়ার বা পার্সেল সেবা প্রদান করে;

(ধ) “**প্রিমিয়াম ডাকসেবা**” অর্থ বাংলাদেশ ডাক বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্য কোনো কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বজনীন ডাকসেবার আওতাবহির্ভুত এবং মৌলিক ডাকসেবার অতিরিক্ত সেই সকল উচ্চমান, গুণগত এবং বিশেষায়িত ডাকসেবা, যাহা গ্রাহকের বিশেষায়িত ও অনন্য চাহিদার প্রেক্ষিতে তাহার নিকট হইতে বাজার–নির্ধারিত অতিরিক্ত মাশুল বা প্রিমিয়াম ফি গ্রহণের মাধ্যমে প্রদান করা হয়;

(ন) “বাংলাদেশ ডাক” অর্থ সরকার পরিচালিত জাতীয় ডাকসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যাহা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিকভাবে সার্বজনীন ডাকসেবা প্রদানকারী ডেজিগনেটেড অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে;

(প) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা; এবং **“প্রবিধান”** অর্থ এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী।

(ফ) “ব্যক্তিগত উপাত্ত” অর্থ এমন কোনো তথ্য যা দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়; এবং “ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা” অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্ততে অননুমোদিত প্রবেশ, প্রকাশ, পরিবর্তন বা ধ্বংস হইতে সুরক্ষিত রাখা;

(ব) “মন্ত্রণালয়” অর্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;

(ভ) “মেইলিং অপারেটর” অর্থ সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা ব্যতীত অন্য কোনো পরিচালনাকারী (Operator), যে বা যাহারা কতক নির্দিষ্ট মেইলিং বা বিলি সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার সেবাসমূহের মধ্যে পার্সেল, লজিস্টিকস, বিলি, কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাকসেবা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ম) “**মৌলিক ডাকসেবা**” অর্থ দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সার্বজনীন ডাক সেবার বাধ্যবাধকতা পরিপালনের লক্ষ্যে, ইউপিইউ কনভেনশন দ্বারা বাধ্যতামূলককৃত, নির্ধারিত গুণগত মান, নিরাপত্তা ও সহনীয় মাশুলের বিনিময়ে, যেকোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক তালিকাভুক্ত ডাকবস্তু সংগ্রহ করিয়া বাছাই বা প্রক্রিয়াকরণ অন্তে পরিবহণ এবং বিলি করিবার কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক সেবা; ইউপিইউ কনভেনশনের নির্দেশিত নীতি ও নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ডাকযোগে অর্থ স্থানান্তর বা ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সেবাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(য) “র‍্যাপিড রানার” অর্থ বাংলাদেশ ডাক এর সহিত সুনির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, যিনি লাইসেন্স বা অনুমোদনের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ফি গ্রহণপূর্বক গ্রাহকের নিকট হতে ডাকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ডাকদ্রব্য গ্রহণ করেন বা গ্রাহকের নিকট বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বিলি সম্পন্ন করিয়া থাকেন;

(র) “**লজিস্টিক্স ডাকসেবা**” অর্থ বাংলাদেশ ডাক সহ লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্য কোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেই সকল ডাকসেবা, যাহা ডাক বস্তুর সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, বহন এবং বিলি কার্যক্রমের যেকোনো খণ্ডাংশ বা সমন্বিত অংশকে একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সেবা হিসাবে গ্রাহকের নিকট উপস্থাপন করিয়া থাকে;

(ল) “লাইসেন্স” অর্থ ধারা ১৯ এর অধীনে কোনো ডাক, মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত কার্যনির্বাহের অনুমতিপত্র;

(শ) “লাইসেন্সধারী” অর্থ ধারা ১৯ অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ডাক, মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;

(স) "লেটার রাইটার" অর্থ সেই ব্যক্তি, যিনি স্থানীয় ডাক কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স বা অনুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে গ্রাহকের ডাকদ্রব্য ডাকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকল্পে ঠিকানা, বিভিন্ন ফর্ম ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট লিখিয়া প্রস্তুত করেন, খাম বা প্যাকেট সম্পন্ন করেন এবং অনুমোদিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক ডাকসেবা প্রদান করিয়া থাকেন।

৩। আইনের প্রাধান্য – এই আইনের কোনো বিধান বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইলে, অসঙ্গতির ক্ষেত্রসমূহে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায় ২

বাংলাদেশ ডাক এবং ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৪। বাংলাদেশ ডাক।– (১) বাংলাদেশ ডাক, ডাকসেবা প্রদানের জন্য সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা হইবে এবং যাহা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পোস্ট বা, 'Bangladesh Post' নামে পরিচিত হইবে যাহা ডাকসেবার পাশাপাশি সরকার বা যেকোনো আইন বা তদসংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধান কর্তৃক নির্ধারিত বা আরোপিত কার্যাবলী পালন করিবে;

(২) বাংলাদেশ ডাক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সহিত প্রশাসনিকভাবে সংযুক্ত দপ্তর (attached department) হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৩) বাংলাদেশ ডাকের প্রধান হইবেন বিসিএস (ডাক) ক্যাডার হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত গ্রেড ১ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যাহার পদবী হইবে মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে বাংলাদেশ ডাকের কর্মবণ্টন, আইনের প্রতিপালন ও অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার সুবিধার্থে বাংলাদেশ ডাক এর সদর দপ্তরে বিসিএস (ডাক) ক্যাডার হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত গ্রেড ২ পদমর্যাদার অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর অধীনে একাধিক উইং থাকিবে। ডেজিগনেটেড অপারেটর এর ভূমিকা ভিন্ন লাইসেন্স বা অনুমোদন প্রদানকারী ডাকসেবা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বিসিএস (ডাক) ক্যাডার হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত গ্রেড ২ পদমর্যাদার অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর অধীনে একটি নিয়ন্ত্রণ উইং থাকিবে। ডাকসেবা পরিচালনা, ডাক জীবন বীমা ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে বিসিএস (ডাক) ক্যাডার হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত গ্রেড ৩ পদমর্যাদার পোস্টমাস্টার জেনারেল বা সমপদমর্যাদার অধীনে সার্কেল পরিচালিত হইবে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড সমন্বয়ের প্রয়োজনে সদর দপ্তরে একই পদমর্যাদার একাধিক ইউনিট থাকিবে। সদর দপ্তরের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী বিন্যস্ত শাখাগুলো বিসিএস (ডাক) ক্যাডার হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত গ্রেড ৪ পদমর্যার পরিচালকবৃন্দের অধীনে পরিচালিত হইবে। দেশজুড়ে পোস্টাল ও নন–পোস্টাল স্ট্যাম্প এর মুদ্রণ, সরবরাহ এবং চাহিদা ও যোগান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে বিসিএস (ডাক) ক্যাডার হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত গ্রেড ৪ পদমর্যার চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর অধীনে একটি বিশেষায়িত ইউনিট থাকিবে;

(৪) সদর দপ্তরের উইং হিসাবে প্রশাসন ও অর্থ উইং, পরিচালনা উইং, নিয়ন্ত্রণ উইং, নীতি উইং, আইন উইং, উন্নয়ন উইং, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য উইং বিরাজমান থাকিবে;

(৫) দেশের সকল প্রশাসনিক বিভাগে ন্যূনতম একটি পোস্টাল সার্কেল ও ইহার অধীনে প্রশাসনিক জেলা পর্যায়ে ডাক এর প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পোস্টাল ডিভিশন কাঠামো বিরাজমান থাকিবে। একাধিক প্রশাসনিক বিভাগ লইয়া ডাক জীবন বীমা সার্কেল ও ইহার অধীনে একাধিক প্রশাসনিক জেলা পর্যায়ে ডাক জীবন বীমা এর আঞ্চলিক ইউনিট হিসাবে পি আল আই রিজিওন কাঠামো বিরাজমান থাকিবে। বাংলাদেশ ডাক এর প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক দক্ষতা উন্নয়ন সার্কেল বিরাজমান থাকিবে;

(৬) ডাকসেবার যথাযথ পরিচালনার প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক, সেবা প্রদানকারী ও হিসাব ব্যবস্থাপনাকারী ইউনিটসমূহ বিরাজমান থাকিবে;

(৭) বাংলাদেশ ডাক এর বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ও কলেবর প্রয়োজনীয় আকারে বৃদ্ধির প্রয়োজনে বাংলাদেশ ডাক নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(৮) সময়ে সময়ে বাস্তবতা ও উপযোগিতা অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ডাক এর কাঠামো ও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বা সংকোচন করা যাবে।

৫। বাংলাদেশ ডাকের জনবল।– (১) পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা সরকারের অন্য কোনো আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মনোনীত বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ ডাকের প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহে নিয়োজিত থাকিবেন;

(২) অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫, বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক অনুসরণীয় অপারেশন ম্যানুয়াল এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি ও প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে;

(৩) ডেজিগনেটেড অপারেটর এর ভূমিকায় বাংলাদেশ ডাক ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবা পরিপালন এবং দেশের প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ অঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, বিধি, প্রবিধান বা নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যোগ্যতা ও সম্মানী সাপেক্ষে অবিভাগীয় এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৪) উপযুক্ত বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা বা অপারেশন ম্যানুয়াল দ্বারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডাকসেবার গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় বাড়তি ফি প্রাপ্যতার বিনিময়ে নিযুক্ত লেটার রাইটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি পোস্টমাস্টার, র‍্যাপিড রানার বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত চুক্তিভিত্তিক সহায়ক জনবল ডাক বিভাগের আবশ্যিক জনবলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হইবেন এবং তাদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের বিধান করিতে হইবে;

(৫) বাংলাদেশ ডাক, উহার কার্যাবলী দক্ষতা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত এবং কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিতে পারিবে।

৬। বাংলাদেশ ডাকের ক্ষমতা ও এখতিয়ার।– (১) এই অধ্যাদেশ বা তদসংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ডাক আইনানুগ যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(২) বাংলাদেশ ডাক আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য যেকোনো দলিল দ্বারা বাংলাদেশ ডাকের উপর আরোপিত যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োজনমাফিক প্রয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাকসেবা দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাকঘর, ডাক নেটওয়ার্ক, বাছাই কেন্দ্র, পরিবহন ও জনবলের সংখ্যা নিরূপণে বাংলাদেশ ডাক প্রমিতকরণ পদ্ধতি নিরূপণ করিবে ও তার আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যা নিরূপণ করিবে ও তদনুযায়ী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। বাংলাদেশের ডাক ও “বাংলাদেশ ডাক” এর বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতিঃ

(১) ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (UPU) এর সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে “বিশ্বজুড়ে একক ডাক অধিক্ষেত্র” (Single Postal Territory) নামীয় UPU দর্শন পরিপালনের আবশ্যকতা পূরণের জন্য “ডেজিগনেটেড অপারেটর” হিসাবে “বাংলাদেশ ডাক” এর নেটওয়ার্ক কেবল একটি সেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য না হইয়া দেশের জাতীয় সংযোগ, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মেরুদণ্ডস্বরূপ একটি অপরিহার্য ন্যাশনাল ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং দেশের প্রতিটি ভৌগোলিক ঠিকানায় নিরবচ্ছিন্ন বিলি ও সংগ্রহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এই নেটওয়ার্কের সচলতা, সক্ষমতা এবং মান সর্বদা বজায় রাখা হইবে বাংলাদেশ ডাক এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার;

(২) বিশ্বজুড়ে ডাক নেটওয়ার্ক কর্তৃক অনুসৃত “মেইল মাস্ট মুভ” দর্শন অনুসারে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থে দেশজুড়ে ডাকদ্রব্যের অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন চলাচল এবং অননুমোদিত আটক ও বিলম্বে নিষেধাজ্ঞা পরিপালনে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

৮। “বাংলাদেশ ডাক” এর বৈশ্বিক ভূমিকাঃ

(১) ডাকসেবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মান এবং পদ্ধতির বিষয়ে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান; ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের বিভিন্ন নোটিশ, এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অবহিত করা;

(২) ডাকসেবার ক্ষেত্রে সরকারের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক উহা নিজে পরিপালন করা বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পরিপালন নিশ্চিত করা;

(৩) সরকার ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, ডাকসেবা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক ডাক ও ফিলাটেলি প্রদর্শনী, বা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশী ডাক প্রশাসনের সহিত অনুষ্ঠিত সভায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;

(৪) ডাকসেবা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থাসমূহকে তাহা সরবরাহ করা; এইরূপ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থাকে পরামর্শদান এবং প্রতিনিধিদল গঠনের বিষয় ও দলের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন।

৯। বাংলাদেশ ডাকের কার্যাবলি: বাংলাদেশ ডাক এই ধারায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলিসহ, এই আইন বা সরকারের অন্য যেকোনো আইন বা আইনের সমমর্যাদার দলিল দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোনো কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে।–

(ক**) জাতীয় নির্ধারিত ডাক অপারেটর (Designated Operator) হিসেবে কার্যাবলী–**

(১) বাংলাদেশ ডাক সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সার্বজনীন ডাকসেবার (Universal Postal Service) জন্য ডেজিগনেটেড অপারেটর(designated operator) হইবে। বিধিসম্মত মানদণ্ড অনুসারে দেশের প্রতিটি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ও একক মূল্যে মৌলিক ডাকসেবা প্রদান করা এই বাংলাদেশ ডাকের বিধিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি হিসাবে গণ্য হইবে। আন্তর্জাতিক ডাক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ "ডেজিগনেটেড অপারেটর(designated operator)" হিসাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব ও দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) সার্বজনীন ডাকসেবার পরিধি ও মান – (১) সার্বজনীন ডাকসেবা–এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত সেবাসমূহ, মানদণ্ড ও বিস্তৃতি সরকার, বাংলাদেশ ডাক এর পরামর্শক্রমে, সময় সময় প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে। সার্বজনীন সেবার মধ্যে বিশেষতঃ সাধারণ চিঠিপত্র, পোস্টকার্ড, সংবাদপত্র প্রেরণ, সরকারি চিঠিপত্র, নির্দিষ্ট ওজন পর্যন্ত পার্সেল, মানি অর্ডার প্রেরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরীক্ষার খাতা, নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদির বিল প্রেরণ, আদালতের আদেশ ও আনুষঙ্গিক নথি পাঠানো, জাতীয় ও সেক্টোরাল পরিচয়পত্র নাগরিককে বিতরণ, নির্বাচনী দায়িত্ব, বৃত্তি ও ভাতা বিতরণ, জাতীয় ঠিকানা উপাত্তভাণ্ডার প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ, ও ডাকঘর সঞ্চয় ইত্যাদি মৌলিক সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) সার্বজনীন সেবাসমূহের গুণমান বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ডাক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিতরণ, নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করিবে। জনবহুল শহর হইতে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ন্যূনতম পোস্টাল বিতরণ–নেটওয়ার্ক বজায় রাখা ও সপ্তাহের নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বিতরণ প্রদান করা বাংলাদেশ ডাকের দায়িত্বের মধ্যে থাকিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে সার্বজনীন ডাকসেবার জন্য প্রযোজ্য মাশুল নির্ধারণ করিয়া সময় সময় বাংলাদেশ ডাক ঘোষণা করিবে। এই সেবার মুল্যহার সকলের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য সরকার প্রয়োজনবোধে ভর্তুকি প্রদান করিবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল সাহায্য প্রদান করিবে, যাহাতে সার্বজনীন ডাকসেবা দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার হিসেবে সর্বসময় সহজলভ্য ও অস্তিত্বশীল থাকে।

(খ) বাংলাদেশ ডাকের বাণিজ্যিক কার্যক্রম–

(১) সার্বজনীন ডাকসেবা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ডাক, ডাক–সেবা উন্নয়ন ও জনসেবার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে–

(ক) আধুনিক প্রযুক্তি, নবউদ্ভাবন ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা এবং জনসাধারণকে দ্রুততর ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন সেবা চালু করা; উদাহরণসরূপ: মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডাকসেবা, ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাকিং ও ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি;

(খ) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সেবা আরও দ্রুত ও দক্ষভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা

কোম্পানিকে চুক্তিভিত্তিক এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা বা অধিকার প্রদান করা যাইবে; যেমন: গ্রামীণ ডাক এজেন্ট, পোস্টম্যানের পাশাপাশি কুরিয়ার কোম্পানিকে দূরবর্তী অঞ্চলে চিঠি/পার্সেল বিতরণের দায়িত্ব ইত্যাদি;

(গ) এই আইনের অধীন অনুমোদিত যে কোনো ব্যবসায় বা এজেন্সি সেবা বাংলাদেশ ডাক গ্রহণ করিতে পারিবে কিংবা স্বীয় সেবা সম্প্রসারণ বা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যবসায়িক সুযোগ ক্রয় করিতে পারিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ডাক নিজস্ব উদ্যোগে "পোস্ট শপ" (ডাকঘর ভিত্তিক দোকান), ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ডাকসেবা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ক তথ্যভান্ডার চালুকরণ ইত্যাদি নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং দেশী অথবা সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী অন্যান্য সংস্থার সহিত অংশীদারিত্বমূলক বা বিনিময় (exchange) চুক্তি করিয়া যৌথ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ জনগণকে আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ (রেমিট্যান্স স্থানান্তর), ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকিং(post office savings bank), ডাক জীবনবিমা(postal life insurance) প্রভৃতি সেবা স্বাধীনভাবে বা অন্য প্রতিষ্ঠানসহ যৌথ উদ্যোগে প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোনো কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাকের মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন এবং যেখানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত, যথাযথ অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

(৩) উপধারা (১)(খ) ও (গ) অনুযায়ী এজেন্ট নিয়োগ বা অবকাঠামো ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাগীয় সেবা চার্জ, কমিশন বা ভাড়া-ফি ইত্যাদি সরকার বা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে নির্ধারণ করা হইবে এবং সরকারি গেজেটে ঘোষণা দিয়া কার্যকর হইবে।

(গ) নিয়ন্ত্রক কার্যাবলী।- এই অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে বাণিজ্যিক ডাক, ই-কমার্স ডেলিভারি সিস্টেম ও নাগরিকের ঠিকানা ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা আনতে নিম্নবর্ণিত নিয়ন্ত্রক (regulatory) কার্যাবলী করিবে।-

(১) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং নিজ কার্যাবলী ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবে; তাহা কর্মসম্পাদনে কোন সেবা-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রাখিবে না।

(২) সরকার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশনার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহা পালন করতে বাধ্য থাকিবে। তবে সরকার বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংকে কোনো মামলা বা তদন্তের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কোনো নির্দেশ দিতে পারিবে না।

(৩) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রতিমাসে বা সরকার যখনই চাইবে, ইহার কার্যক্রম ও খাতের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের ও পোস্টাল কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট প্রদান করিবে।

(৪) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (৪)-এ বর্ণিত ক্ষমতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশের ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং, বাংলাদেশে মেইলিং কুরিয়ার কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়নে বিশেষত নিম্নলিখিত প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা-

(ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে ডাক, কুরিয়ার ও পার্সেল সেবা লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান, নবায়ন, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ করা;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি আরোপ, আদায় ও ব্যবস্থাপনা করা;

(গ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরগণের কার্যক্রম তদারকি করা এবং এই আইনের অধীন শর্ত ও মানদণ্ড প্রতিপালন নিশ্চিত করা; এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিচালনা করা;

(ঘ) গ্রাহকদের লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা, নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করা; অপারেটর-level এ নিষ্পত্তি না হইলে চূড়ান্ত প্রতিকার প্রদান;

(ঙ) ডাক ও কুরিয়ার সেবার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা, সেবাদানের মান (QoS) নির্ধারণ ও মান পরীক্ষণ করা;

(চ) ডাক, কুরিয়ার ও পরিবহন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রোটোকল ও মানদণ্ড অনুসরণ এবং তাদের কার্যকর প্রয়োগে তদারকি করা; সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদির সাথেও সমন্বয় সাধন করা;

নোটঃ আন্তর্জাতিক চুক্তি বলিতে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ICAO, IATA প্রভৃতির বিধি বোঝাইবে।

(ছ) ডাক ও কুরিয়ার খাতের উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম উদ্বুদ্ধ করা; প্রযুক্তিনির্ভর নতুন সেবা বা পদ্ধতি পরীক্ষার জন্য স্যান্ডবক্স বা পাইলট কর্মসূচি অনুমোদন করা;

(জ) খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও চর্চার জন্য সরকার ঘোষিত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরামর্শ প্রদান ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

(ঝ) প্রয়োজনে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের নিকট খাতসংশ্লিষ্ট আইন, বিধি বা নীতিমালার সংস্কার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঞ) একটি ডিজিটাল সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও এর সহিত সকল বাণিজ্যিক অপারেটরের আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ, যারা জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫ এ বর্ণিত সেক্টোরাল আন্তঃপরিচালন হাব হিসেবে কার্য পরিচালনা করিবে।

(ট) এই আইনের ও সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলের লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও নিরসনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা – যেমন তদন্ত, জব্দ, জরিমানা আরোপ ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আদালতের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে); এবং

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আনুষঙ্গিক যে-কোনো কার্য সম্পাদন, যাহা প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৬) উপধারা (৪) এর অধীন ক্ষমতাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া ই-কমার্স খাতে সরবরাহকারী ও গ্রাহকের মধ্যকার আর্থিক প্রবাহতে সুরক্ষা আনয়ন।

(৭) উপধারা (৪) এর অধীন ক্ষমতাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ঠিকানা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নের উদ্দেশ্যে

(ক) দেশের ভৌগলিক সীমারেখায় অবস্থিত প্রতিটি হোল্ডিং বা স্থাপনাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা এবং প্রতিটি হোল্ডিং অথবা স্থাপনায় অবস্থানকারী যেকোন নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ঠিকানা হিসেবে অবস্থানীয় স্থাপনাসমূহকে সংযুক্ত করিবার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রাষ্ট্রীয় মৌলিক নাগরিক ঠিকানাবিষয়ক উপাত্তভান্ডারের জিম্মাদার (data-fiduciary) হিসেবে দায়িত্বপালন, ঠিকানার মানদণ্ড ও ব্যবহার-উপযোগিতা নির্ধারণ, ঠিকানা উপাত্ত-ভান্ডার হালনাগাদকরণ, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিকানাবিষয়ক উপাত্ত ব্যবহারকারী প্রতিটি উপাত্ত প্রক্রিয়াকারীকে সহজ এবং সুরক্ষিতভাবে উহা ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

(খ) বাংলাদেশ ডাকের কাছে চিঠি বা পার্সেল বিলির স্বীকৃত ঠিকানা ছিল, এমন ঠিকানা যা নদীভাঙন, কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন (natural migration) বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা কিংবা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে (social and economic migration) ব্যক্তি নাগরিক বা তার পরিবার হারিয়েছে তাহা সংরক্ষণের দায়িত্ব বাংলাদেশ ডাক নিবে; এজন্য সারাদেশের ঠিকানা ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করিবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আন্তঃসংযোগ এবং আর্কাইভিংসহ সকল কারিগরি সহায়তা অর্জন করিবে।

(ঘ) আর্থিক সেবা বিষয়ক কার্যাবলী।–

(১) বাংলাদেশ ডাক ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স বা অর্থ পরিবহন সেবা প্রদান করিতে পারিবে;

(২) ডাকসেবার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় আইনে স্বীকৃত মুদ্রা (নগদ অর্থ) ও ইলেকট্রনিক মুদ্রা (যেমনঃ ডিজিটাল ওয়ালেট বা ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে অর্থ) এবং যে কোন ধরনের স্ট্যাম্প বিলি করিতে পারিবে;

(৩) ডাকঘরে পরিচালিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় হিসাবসমূহে আমানত, জমা, উত্তোলন, মুনাফা প্রদান ও এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার হিসাবরক্ষণ ও লেনদেন সম্পর্কিত সেবা সরবরাহ করিতে পারিবে;

(৪) সরকারের পক্ষে বা সরকারের অনুমোদনক্রমে নগদ অর্থের সাথে বিনিময়যোগ্য ইন্সট্রুমেন্ট (যেমন, প্রাইজবন্ড) বিক্রয় করিতে পারিবে;

(৫) সরকারের **এজেন্সি** হিসেবে রেভিনিউ স্ট্যাম্প, নন–জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিড়ি ব্যান্ডারোল ও অন্যান্য আর্থিক বা শুল্ক সংক্রান্ত স্ট্যাম্প/উপকরণ বিক্রয় করিতে পারিবে;

(৬) সরকারের **এজেন্সি** হিসেবে সকল ধরনের সঞ্চয় ইন্সট্রুমেন্ট বিক্রয় ও পরিশোধ এবং এতদসংক্রান্ত লেনদেন করিতে পারিবে;

(৭) সকল প্রকার আর্থিক সেবার প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাজার চাহিদা পূরণপূর্বক আধুনিক আর্থিক সেবা হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে;

(৮) ডাকঘরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করিয়া মানি ডিস্ট্রিবিউশান সেবা প্রদান করিতে পারিবে ও অনুরূপ ডিস্ট্রিবিউশানের প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক রূপান্তর করিতে পারিবে;

(৯) অন্য যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয়ভাবে চুক্তিভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের **এজেন্সি** রূপ ধারণকরতঃ সকল ডাকঘর থেকে বিবিধ আর্থিক সেবা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত আর্থিক সেবাসমূহ বিতরণের প্রয়োজনে ডাকঘর প্রান্তে উপযোগী প্রযুক্তি সন্নিবেশ ঘটাইতে পারিবে।

(ঙ) ডাক জীবন বিমা ও অন্যান্য এ্যান্যুইটি বিষয়ক কার্যাবলী।–

(১) নতুন বীমা গ্রাহক তৈরি করা, পলিসি ইস্যু করা এবং গ্রাহকের নিকট হইতে বীমা কিস্তি বা প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা।

(২) কিস্তি বা প্রিমিয়াম পরিশোধের উপর আয়কর রেয়াত সংক্রান্ত তথ্যের সহযোগিতা প্রদান করা এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য বেতন বিল থেকে কিস্তি কর্তনের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধের সুযোগ রাখা।

(৩) পলিসির মেয়াদপূর্তিতে বা বীমাকারীর মৃত্যুর পর বীমা দাবি এবং অন্যান্য পাওনা দ্রুত নিষ্পত্তি ও পরিশোধ করা।

(৪) বীমা পলিসি জামিন রেখে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুবিধা প্রদান করা।

(৫) বীমাকারীর নথিপত্র ও তথ্যাদি ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং গ্রাহকের অনুরোধে তাহার গৃহিত বীমার তথ্যাদি সরবরাহ করা।

(৬) বাতিল বীমা পুনরুজ্জীবিতকরণের সুবিধা প্রদান করা।

(৭) জীবনের ঝুঁকি গ্রহণকল্পে গ্রাহকদের জন্য মেয়াদী, আজীবন, শিক্ষা ও বিবাহ বীমা সহ অন্যান্য উপযোগী বীমা স্কিম প্রণয়ন ও পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করা।

(৮) গ্রাহক সুবিধার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রবর্তন করা।

(৯) ডাক জীবন বীমা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) সহ সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করা।

(১০) বীমা ঝুঁকি ও তহবিলের স্থিতিশীলতা নিরূপণের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বীকৃত অ্যাকচুয়ারি দ্বারা একচুয়ারি কার্য সম্পন্ন করা।

(১১) বীমা দাবি ও পাওনা পরিশোধ এবং ডাক জীবন বীমা তহবিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া তৈরি করা।

(চ) দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাবলী।–

(১) পোস্টাল অ্যাকাডেমি রক্ষণাবেক্ষণ;

(২) পোস্টাল ট্রেইনিং সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা;

(৩) প্রশাসনিক ও মানবসম্পদজনিত দক্ষতা বৃদ্ধি;

(৪) লজিস্টিক্স খাত সম্পর্কিত দক্ষতা বিষয়ক কারিগরী কোর্স প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে দক্ষ জনবল বাংলাদেশ ডাক ও বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতে সরবরাহ।

(ছ) স্ট্যাম্প বিষয়ক কার্যক্রম।– বাংলাদেশ ডাক এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ডাক ও অন্যান্য রাজস্ব স্ট্যাম্পের কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও বিতরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেঃ

(১) বাংলাদেশ ডাক এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে একটি স্ট্যাম্প কন্ট্রোলিং দপ্তর পরিচালিত হইবে, যাহা স্ট্যাম্পের চাহিদা, সরবরাহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের কার্যাবলী সম্পাদন করিবে। এই দপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করিবে।–

(i) জুডিশিয়াল, কোর্ট–ফি, অ্যাডহেসিভ, স্পেশাল অ্যাডহেসিভ, বিড়ি ব্যান্ডরোল, বিমা, নন–জুডিশিয়াল, রেভেনিউ, কপি, পোস্টেজ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য স্ট্যাম্পের চাহিদা নিরূপণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

(ii) স্ট্যাম্পের নিরাপত্তা, সংখ্যাগত ধারাবাহিকতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস বা সংশ্লিষ্ট মুদ্রণকারী সংস্থার সহিত নিবিড় সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করা।

(iii) স্ট্যাম্পসমূহ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় স্ট্যাম্প গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং দেশের সকল ট্রেজারি ও সরকার অনুমোদিত বিতরণ কেন্দ্রে স্ট্যাম্পের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(iv) সকল ধরনের স্ট্যাম্পের স্টক (মজুত) ব্যবস্থাপনা এবং মজুতের সঠিকতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ পরিচালনা করা।

(২) স্ট্যাম্প সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত ও আর্থিক সমন্বয়:

সকল ধরনের স্ট্যাম্প–এর মূল্য ও আর্থিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ডাক–এর স্ট্যাম্প কন্ট্রোলিং দপ্তর নিম্নলিখিত উপায়ে সংশ্লিষ্ট আর্থিক কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন করিবে।–

(i) ডাক ও রাজস্ব স্ট্যাম্পের নীতিগত সিদ্ধান্ত বা মূল্যহার সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে স্ট্যাম্প কন্ট্রোলিং দপ্তর বাংলাদেশ ডাক এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ–এর সহিত নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করিবে।

(ii) স্ট্যাম্প আইন ও অন্যান্য রাজস্ব স্ট্যাম্প শুল্ক সংক্রান্ত আইন, শুল্কের হার এবং রাজস্ব স্ট্যাম্প বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার উপর অর্থ মন্ত্রণালয়/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নীতিগত নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকিবে।

(iii) পোস্টেজ স্ট্যাম্প ইস্যু এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাকের স্বাধীনতা বজায় থাকিবে।

(৩) জালরোধ ও ডিজিটাইজেশন:

স্ট্যাম্প ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা ও আধুনিকায়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্ট্যাম্প কন্ট্রোলিং দপ্তর নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।–

(i) স্ট্যাম্প জালিয়াতি প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রক দপ্তরের পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট মাঠ প্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত সমন্বয়পূর্বক কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

(ii) কোন স্ট্যাম্প যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত সরবরাহ চ্যানেলে উপযুক্ত ট্রেজারির নিকট সরবরাহ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ উত্থাপিত হইলে সংরক্ষিত উপাত্তের ভিত্তিতে সঠিকতা প্রতিবেদন প্রদান করা।

(iii) প্রয়োজনে ভেরিফাইয়েবল ডিজিটাল সিগনেচার বা চিপ বা অন্য কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে স্ট্যাম্পের ডিজিটাইজেশন বা ই–স্ট্যাম্পিং প্রক্রিয়া প্রবর্তন ও ব্যবস্থাপনা করা।

(জ) নির্বাচনী দায়িত্ব।– গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ ও অন্য যে কোনও আইন, বিধি বা আইনের সমতুল্য দলিল বা সরকারের আদেশ অনুযায়ী নির্বাচনী দায়িত্ব প্রতিপালন।

(ঝ) অন্যান্য কার্যাবলী।– এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক আদীষ্ট হয়ে নাগরিকের ডাকসেবা বা অন্য কোনও সেবা প্রাপ্তির নিশ্চিত কল্পে এবং নাগরিকের ডাকসেবার মানোন্নয়নে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। জরুরী সেবা হিসাবে ডাকসেবা।– যেহেতু ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক পরিচালিত ডাকসেবা জাতীয় নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য এবং সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যেই জরুরি সেবা হিসাবে ঘোষিত, সেহেতু ডেজিগনেটেড অপারেটর নিম্নোক্ত বিশেষ সুবিধা ও সুরক্ষা লাভ করিতে অধিকারী হইবে:

(১) জাতীয় সংকট, দুর্যোগ, বা জরুরি অবস্থার সময় ডাক বস্তুর চলাচল ও বিলি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, ডেজিগনেটেড অপারেটরের যানবাহন এবং আবশ্যিক জনবল দেশের অন্যান্য জরুরি সেবা সমতুল্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক চলাচল ও প্রবেশাধিকার সুবিধা লাভ করিবে;

(২) ডাক নেটওয়ার্কের সচলতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, কোনো শ্রমিক অসন্তোষ বা ধর্মঘটের সময়ও ডাক পরিবহন ও বিলি কার্যে নিয়োজিত আবশ্যিক জনবলকে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের সকল প্রকার আইনি ও প্রশাসনিক সুরক্ষা প্রদান করা হইবে;

(৩) জরুরি দায়িত্ব পালনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও অগ্রাধিকারমূলক সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, ডাক পরিবহন ও বিলি কার্যে নিয়োজিত আবশ্যিক জনবল–কে সরকার বা ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক বিশেষ ঝুঁকি ভাতা বা অতিরিক্ত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে;

(৪) অন্য সকল সরকারি সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান ডাক বস্তুর দ্রুত চলাচল, লজিস্টিকস সহায়তা এবং অগ্রাধিকারমূলক যোগাযোগে সহযোগিতা করিবেন;

(৫) জরুরি সেবার মর্যাদা বিবেচনায়, সরকার আবশ্যিক জনবলের পদসমূহকে উচ্চ দায়িত্বশীলতাযুক্ত পদমর্যাদা এবং পেনশনভোগী চাকরির অনুরূপ বিশেষ সুবিধাসমূহের আওতাভুক্ত করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

১১। সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডাকসেবার ব্যবহার।– সরকারি নথিপত্র এবং তথ্য আদান–প্রদানে নিরাপত্তা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সংবেদনশীল সরকারি তথ্য ও ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহ ডাকসেবা প্রদানে সরকারের ডেজিগনেটেড অপারেটরের আর্থিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে, কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার, সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর এবং সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্বায়ত্তশাসিত, আধা–স্বায়ত্তশাসিত, প্রকল্প, কোম্পানি এবং কর্পোরেট সংস্থাসমূহ:–

(১) দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রেরিত সকল প্রকার চিঠি, ডকুমেন্ট এবং স্বল্প ওজনের পার্সেল দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে প্রেরণের নিমিত্ত ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক পরিচালিত ডাকসেবা ব্যবহার করিবে;

(২) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) আইন ২০২৩ অনুযায়ী সকল ধরনের নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালট পরিবহনসহ নির্বাচনী ব্যবস্থায় ডাকসেবার ব্যবহারসহ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল পরীক্ষার খাতা ও ফলাফল পরিবহনে ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক পরিচালিত ডাকসেবা ব্যবহার করিবে;

(৩) সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে ডেজিগনেটেড অপারেটরের "অধিকারী ডাকসেবা", এজেন্সি ডাকসেবা, এক্সপ্রেস ডাকসেবা, প্রিমিয়াম ডাকসেবা এবং বিশেষায়িত ডাকসেবা ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে;

(৪) ডেজিগনেটেড অপারেটর কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় আইনগতভাবে নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সেবা মানদণ্ড নিশ্চিত করিতে অপারগ হয়, তবে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্র এবং সময়ের জন্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

১২। ডাক সেবার নির্বিঘ্নতা নিশ্চিতকরণ।– ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবার নিরবচ্ছিন্ন পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, সরকার এবং ডেজিগনেটেড অপারেটর নিম্নোক্তভাবে উহার পরিপালন নিশ্চিত করিবে:

(১) ডাক পরিবহন ও বিলি কার্যে নিয়োজিত আবশ্যিক জনবলের দৈনন্দিন শতভাগ উপস্থিতি ও দায়িত্বপালন ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে;

(২) উপ–ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণে, সরকার বা ডেজিগনেটেড অপারেটর আবশ্যিক জনবলের দৈনন্দিন শতভাগ উপস্থিতি ও দায়িত্বপালন নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত নিয়োগ বিধিমালার প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কার বা প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(৩) সংবেদনশীল সরকারি দলিল এবং নাগরিকের ব্যক্তিগত উপাত্ত সম্বলিত ডাক বস্তুসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে ডাক পরিবহন ও বিলি কার্যে নিয়োজিত জনবলের পদসমূহকে উচ্চ দায়িত্বশীলতাযুক্ত গণ্য করিতে হইবে এবং পেনশনভোগী চাকরির অনুরূপ বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত রাখিতে হইবে;

ব্যাখ্যা: যেহেতু বাংলাদেশ ডাকের বিলিকার্যে নিয়োজিত কর্মচারীগণ রাষ্ট্রীয় গোপনীয় ও অতি গোপনীয় নথি, আদালতের নথি, রায়ের কপিসহ নানান জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ ডাক বহন ও বিলি করেন, সুতরাং রাষ্ট্রীয় জরুরী ও গোপনীয় দায়িত্ব পালনসাপেক্ষে তাহাদের বিশেষ বিবেচনায় আনয়ন আবশ্যক।

(৪) ডেজিগনেটেড অপারেটরের ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবা পরিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার বাংলাদেশ ডাকের আইনি ম্যান্ডেট ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক সহায়তা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদান করিবে;

(৫)কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা এমন কোনো প্রশাসনিক, আর্থিক বা কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যাহার ফলশ্রুতিতে ডেজিগনেটেড অপারেটরের ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবা প্রদান গুরুতরভাবে বিঘ্নিত বা ব্যাহত হয়;

(৬) সরকারী সড়ক ও সেতুসমূহে টোল প্রদানের ক্ষেত্রে টোল আইন ১৮৫১ অনুযায়ী ডাক যানবাহন সুবিধাপ্রাপ্ত হইবে;

(৭) নিরবচ্ছিন্ন ও অগ্রাধিকারমূলক ডাকসেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ডাক পরিবহন ও বিলি কার্যে নিয়োজিত আবশ্যিক জনবল এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, অতিরিক্ত শ্রম, দূরবর্তী দায়িত্ব পালন, কর্মঘন্টার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন, ছুটির দিন বা রাত বা অসময়ে দায়িত্ব পালন, অথবা অর্পিত দায়িত্বের অতিরিক্ত যে কোন দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতে সরকার বা ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক বিশেষ ভাতা বা অতিরিক্ত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে;

১৩। ডাক নেটওয়ার্কের নিরবিচ্ছিন্নতা ও সুরক্ষা।– দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সামর্থ্য এবং অর্থনীতির দিক হইতে ডাক নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, ডেজিগনেটেড অপারেটরের স্থাপনা এবং ডাক বস্তুর চলাচলকে নিম্নোক্তভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হইবেঃ

(১) ডেজিগনেটেড অপারেটর–এর কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ও বাছাই কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক সর্টিং সেন্টার, প্রধান ডাকঘর এবং ডাটা সেন্টারসমূহকে দেশের যুদ্ধ সামর্থ্য অথবা জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে;

(২) ডেজিগনেটেড অপারেটরের সম্মতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত দ্বারা ডাক বস্তুর চলাচল, পরিবহন, ডাক সেবার প্রক্রিয়াকরণ বা বিলি কার্যক্রম, অথবা নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে বিঘ্ন সৃষ্টি হইলে অথবা সামষ্টিক নেটওয়ার্কের কোনো না কোনো অংশে অনুরূপ কার্যক্রমসমূহ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ বা বিঘ্নিত হইবার উপক্রম হইলে, তা এমনভাবে পরিগণিত হইবে যে, অননুমোদিত বা অবৈধভাবে ডাক আটক করা হইয়াছে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বা কার্যকলাপের কারণে ডাক বস্তুর চলাচল, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ বা বিলি কার্যক্রমে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার শঙ্কা বা বিপর্যয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, তবে উহা এই আইনের অধীনে অন্যান্য গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

অধ্যায় ৩

চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তর

১৪। প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এবং সকল প্রকার পোস্টাল ও নন–পোস্টাল স্ট্যাম্পের প্রশাসনিক, আর্থিক ও লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ডাক এর অধীনে একটি চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইবে যা বাংলাদেশ সরকারের স্ট্যাম্প নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে কার্যসম্পাদন করিবে। চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তর সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতিমালার সহিত সমন্বয় সাধনপূর্বক স্ট্যাম্প এর চাহিদা, মূদ্রণ, মজুত, সরবরাহ, আধুনিকায়ন, নিরাপত্তা বিধান ও জাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মকান্ডে স্বীয় এখতিয়ারের মধ্যে নিয়োজিত থাকিবেন।

১৫। দপ্তরের প্রধান ও জনবল।– (১) চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তরের প্রধান হিসেবে 'চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস' পদ সৃষ্টি করা হইবে ও বাংলাদেশ ডাক এর পদমর্যাদা অনুসারে গ্রেড–৪ তথা পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা উক্ত পদে নিয়োজিত থাকিবেন।

(২) চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস পদটি বাংলাদেশ ডাকের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তাহার পদায়ন, বদলি ও দাপ্তরিক শৃঙ্খলা মহাপরিচালকের এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

(৩) সরকার এবং মহাপরিচালক, প্রয়োজন অনুসারে, চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস–কে কার্যকর করিবার জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও অবকাঠামো নিশ্চিত করিবে।

১৬। কার্যাবলী।– চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তরের বিস্তারিত কার্যাবলী, মুদ্রণকারী সংস্থার সহিত সমন্বয়, চাহিদা ও যোগান এর সমন্বয়, মজুত, সরবরাহ, আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন এবং জালরোধ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব ধারা ৬, উপধারা (জ) অনুযায়ী নির্ধারিত ও পরিচালিত হইবে।

১৭। এখতিয়ার।– চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তর–এর এখতিয়ার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবেঃ

(ক) বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল প্রকার পোস্টেজ স্ট্যাম্প এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সকল প্রকার রাজস্ব ও অন্যান্য নন–পোস্টাল স্ট্যাম্পের লজিস্টিকস ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা;

(খ) কেন্দ্রীয় স্ট্যাম্প গুদামে রক্ষিত স্ট্যাম্পের ভৌত সুরক্ষা, মজুত ব্যবস্থাপনা ও স্টক নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সকল ডাকঘর ও সিভিল ট্রেজারিতে রক্ষিত স্ট্যামাপসমূহের অনুরূপ সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ প্রদান;

(গ) স্ট্যাম্পের জালরোধ ও সুরক্ষার জন্য ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত পরীক্ষা, প্রবর্তন ও প্রয়োগে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

১৮। দায়বদ্ধতা।– চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস এর দপ্তর নিম্নলিখিতভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেঃ

(ক) দপ্তরের প্রধান, চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস, তাহার সকল প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কার্যসম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ডাক এর মহাপরিচালক এর নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন;

(খ) সকল ধরনের নন পোস্টেজ স্ট্যাম্পের সরবরাহ ও মজুত অনুযায়ী অর্থমূল্য, হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা এবং শুল্ক সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস ও তাহার দপ্তর অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে;

(গ) এই আইন এর পাশাপাশি স্ট্যাম্প আইন ও স্ট্যাম্প সমগক্রান্ত বিধি ও প্রবিধি, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশনার প্রতি চিফ কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস ও তার অধীনস্থ দপ্তরের দায়বদ্ধ থাকিবে।

অধ্যায় ৪

নিয়ন্ত্রণ উইং এর কার্যক্রম বিষয়ক

১৯। লাইসেন্স ব্যতীত কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ –

(১) বাংলাদেশ ডাক ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বাহক কর্তৃক সরকারি অনুমোদন/লাইসেন্স ছাড়া ডাক, কুরিয়ার বা পার্সেল সেবা ব্যবসা পরিচালনা করা যাইবে না। যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বে এজাতীয় সেবা চালু করিলে উহা আইনের লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) লাইসেন্সবিহীন বা লাইসেন্সের মেয়াদউত্তীর্ণ হইয়া গেলেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিতেছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১১, ২০১৩ এর আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে লাইসেন্স/নিবন্ধন প্রদান করা হইয়াছে, উহাদের সেই লাইসেন্সসমূহ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকিবে। তবে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রয়োজনে সংশোধিত শর্তে নবায়নপূর্বক নতুন লাইসেন্স বিতরণ করিতে পারিবে।

২০। লাইসেন্সের শ্রেণি ও ধরন – (১) ডাক, কুরিয়ার ও পার্সেল সেবার পরিধি ও প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা বিভিন্ন শ্রেণির লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে। যেমন, ডোমেস্টিক কুরিয়ার (দেশীয় চিঠিপত্র/পার্সেল), ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস (আন্তর্জাতিক কুরিয়ার), লজিস্টিকস সাপ্লাই (বৃহৎ পণ্য পরিবহন) প্রভৃতি শ্রেণি নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

(২) লাইসেন্সের শ্রেণি ও উপশ্রেণি, প্রতিটির আওতায় সেবা কার্যের বর্ণনা, ভৌগোলিক কার্যক্ষেত্র, ওজনের সীমা, বিশেষ শর্তাবলী ইত্যাদি বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একই সাথে একাধিক শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করিতে চাইলে পৃথক আবেদন করিতে হইবে; এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা সেক্ষেত্রে পৃথক লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবে বা একক লাইসেন্সে বহুমুখী অনুমোদন সন্নিবেশিত করিতে পারিবে।

(৪) সরকার জনস্বার্থে কোনো বিশেষ শ্রেণির ডাক/কুরিয়ার সেবা একচেটিয়াভাবে কেবলমাত্র বাংলাদেশ ডাক বিভাগ অথবা নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন মনে করিলে, সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ শ্রেণির সেবা লাইসেন্স সাধারণের জন্য ইস্যু না করিবার সিদ্ধান্ত জানাইতে পারিবে। তবে কোনোক্রমেই ডকুমেন্ট ও পার্সেল বাহনের সাধারণ সেবায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ব্যাহত হইবে না।

২১। লাইসেন্সের জন্য আবেদন ও প্রদান – (১) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের নির্ধারিত ফরম এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সাথে বিধি দ্বারা নির্ধারিত তথ্যাবলী ও নথিপত্র (যেমন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ, কর সনদ, মালিকদের পরিচিতি, কাজের পরিধি, নিরাপত্তা পরিকল্পনা ইত্যাদি) দাখিল করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং আবেদন প্রাপ্তির পর উহা পর্যালোচনা করিবে এবং এই আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল শর্ত পূরণ হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখ আবেদনকারীর সাথে সাক্ষাৎকার বা শুনানি চালাইতে পারিবে কিংবা অতিরিক্ত তথ্য/ব্যাখ্যা চাইতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং সন্তুষ্ট হইলে যে আবেদনকারী এই আইন ও বিধির সকল আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করিয়াছে এবং প্রস্তাবিত সেবা পরিচালনার সক্ষমতা ও বিশুদ্ধতা তাহার রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং নির্ধারিত ফি জমা প্রদানের পর আবেদনকারীর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির লাইসেন্স ইস্যু করিবে। লাইসেন্সের শর্তসমূহ ও কার্যবিধি লাইসেন্স নথিতে বা প্রবিধানে উল্লেখ থাকিবে।

(৪) যদি বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং আবেদন পর্যালোচনায় দেখেন যে উক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আইন ও বিধির শর্ত পূরণে ব্যর্থ, অথবা প্রস্তাবিত সেবা পরিচালনা জনস্বার্থ পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। প্রত্যাখ্যানের কারণ লিখিতভাবে আবেদনকারীকে ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে।

(৫) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা যথাসম্ভব ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্স আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করিবে। কোনো কারণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

২২। লাইসেন্সের মেয়াদ, নবায়ন ও স্থানান্তর – (১) প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ আবেদনের ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর হইতে ১০ (দশ) বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে। মেয়াদ শেষে লাইসেন্স নবায়নের জন্য লাইসেন্সধারীকে মেয়াদউত্তীর্ণের পূর্বে অন্তত ৩ মাস পূর্বে নবায়ন ফি সহ আবেদন করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং লাইসেন্সধারীর পূর্ববর্তী কার্যকাল, শর্ত প্রতিপালনের ইতিহাস ও বর্তমানে বিধিমান শর্তাবলী বিবেচনা করিয়া লাইসেন্স নবায়ন প্রদান করিবে। নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন কোনো শর্ত আরোপ অথবা বিদ্যমান শর্ত সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) লাইসেন্স কোনোক্রমেই বিক্রয়, হস্তান্তর বা স্থায়ীভাবে অন্যের নিকট স্থানান্তরযোগ্য নহে, যদি না বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা লিখিত অনুমোদন প্রদান করে। লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান মালিকানা বা শেয়ারধারার বড় পরিবর্তন হইলে (যেমন ৩০% এর বেশি শেয়ারের রদবদল) তাহা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংকে অবিলম্বে জানাইতে বাধ্য থাকিবে, এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের নিকট উক্ত পরিবর্তনকে লাইসেন্সের ধারাবাহিকতার জন্য অনুমোদনের আবেদন করিতে হইবে।

২৩। লাইসেন্সের সাধারণ শর্তাবলী – (১) প্রত্যেক লাইসেন্সের অধীন নিম্নলিখিত সাধারণ শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি না ক্ষেত্রবিশেষে পৃথকভাবে ভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয় –

(ক) লাইসেন্সধারীকে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখার জারি করা সকল নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সধারী উহার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের স্বচ্ছ ও যথাযথ নথিপত্র সংরক্ষণ করিবে; যেমন প্রেরিত ও বিতরিত প্রত্যেক আইটেমের

রেকর্ড, প্রাপক ও প্রেরকের তথ্য, শুল্ক ও ফি সংক্রান্ত বিবরণ, অভিযোগ ও নিষ্পত্তির রেকর্ড ইত্যাদি;

(গ) লাইসেন্স কোন বিশেষ শ্রেণির সেবার জন্য প্রদানকৃত, উহা সেই শ্রেণিভুক্ত কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। অর্থাৎ কেবল ডাক/কুরিয়ার সেবার আওতাভুক্ত সেবাসমূহ পরিচালনা করা যাইবে; লাইসেন্স নিয়ে ভিন্ন ব্যবসা চালানো চলিবে না;

(ঘ) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত পরিমাণে লাইসেন্স ফি ও বাৎসরিক ফি (যদি থাকে) সময়মত পরিশোধ করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত সার্ভিস চার্জ, কর ইত্যাদি সরকার নির্ধারিত যে কোনো আর্থিক বাধ্যবাধকতাও পালন করিতে হইবে;

(ঙ) লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী লাইসেন্সধারীকে গ্রাহকসেবার মান বজায় রাখতে হইবে এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং বা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মানদণ্ড (SLAs) পূরণ করিতে হইবে; অন্যথায় বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং মেয়াদপূর্তির পূর্বেই লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;

(চ) লাইসেন্সধারী কোনো বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে পারিবে না বা তাহার নেটওয়ার্ককে অপরাধমূলক কাজের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হইতে দিতে পারিবে না; মাদক, অস্ত্র প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহন রোধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সন্দেহজনক চালান শনাক্ত করিয়া বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা ও সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে;

(ছ) লাইসেন্সধারীকে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য ও পার্সেল/চিঠির বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হইবে এবং কোন পরিস্থিতিতে এই তথ্য অবৈধভাবে ব্যবহার বা ফাঁস করিতে পারিবে না (উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত দায়িত্ব ধারা ৪২ এ বর্ণিত আছে);

(জ) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং চাহিলে লাইসেন্সধারী তাহার সেবা সম্পর্কিত যেকোনো রিপোর্ট/তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিবে; এবং

(ঝ) লাইসেন্সপত্রে উল্লিখিত অন্য যে কোনো বিশেষ শর্ত, যেমন নিরাপত্তা আমানত জমা, বীমা গ্রহণ, নির্দিষ্ট সংখ্যক শাখা স্থাপন ইত্যাদি, প্রতিপালন করিতে হইবে।

২৪। লাইসেন্স বাতিলকরণ ও স্থগিতকরণ।– (১) যদি কোনো লাইসেন্সধারী এই আইন বা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করে, লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে, অথবা এমন কোন কার্যকলাপ করে যাহা জনস্বার্থ পরিপন্থী, তাহা হইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত রাখার বা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

(২) লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করার পূর্বে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীকে লিখিত কারণদর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিবে; প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক না হইলে বা জবাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পাইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) জরুরি পরিস্থিতিতে – যেমন গ্রাহকের জীবন/সম্পদ সুরক্ষার স্বার্থে বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে – বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং শর্ত ভঙ্গকারী লাইসেন্স তাৎক্ষণিকভাবে অস্থায়ী স্থগিত করিয়া দিতে পারিবে। তবে দ্রুততম সময়ে কারণ দর্শানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরবর্তী সিদ্ধান্ত (স্থায়ী বাতিল বা প্রত্যাহার) গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো লাইসেন্স বাতিল হইলে বা নবায়ন না হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম অবিলম্বে আইনানুগভাবে বন্ধ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষিত গ্রাহকের কোন সম্পদ বা ডাক বস্তু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর বা নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) লাইসেন্স স্থগিতকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট অপারেটর নতুন কোনো ডাক/পার্সেল গ্রহণ করিতে পারিবে না, তবে পূর্বেই গৃহীত ডাক বস্তুসমূহ গ্রাহকের নিকট বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম চালাইতে পারিবে – যেন গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের পর পুনরায় পূর্ণমাত্রায় সেবা শুরু করিতে পারিবে।

২৫। নিবন্ধন ও প্রকাশ্য তালিকা।– বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক, কুরিয়ার ও পার্সেল অপারেটরের একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধন (register) রক্ষণ করিবে। উহার অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলী (প্রতিষ্ঠানের নাম, লাইসেন্স নম্বর, শ্রেণি, বৈধতার মেয়াদ, প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ইত্যাদি) সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যে রাখতে হইবে। নতুন লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, বাতিল বা স্থগিত হলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তালিকা হালনাগাদ করিবে।

২৬। ব্যতিক্রম ও বিশেষ অনুমতি।– (১) সরকার জনস্বার্থে বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে লাইসেন্স ব্যতিরেকে ডাক পরিবহনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। যেমনঃ কোন দূর্যোগকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সংস্থা সাময়িকভাবে ত্রাণসামগ্রী বা বার্তা পরিবহন করিতে পারিবে।

(২) এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধক বিধানের আওতায় কোনো আর্থিক

প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক যদি তাদের নিজস্ব নিরাপদ বা সিকিউরড ক্যারিয়ার ব্যবস্থায় দলিলপত্র, মুদ্রা বা গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রেরণ করে, তাহা এই আইনের আওতাভুক্ত হইবে না, তবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার বিধিনিষেধ প্রযোজ্য থাকিবে।

অধ্যায় ৫

আর্থিক সেবা কাঠামো

২৭। অর্থ প্রেরণ, ওয়ালেট, ব্যাংক ও বীমা।– মানি অর্ডার ও ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, ডিজিটাল ওয়ালেট, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব, পোস্টাল অর্ডার, ইত্যাদি আর্থিক সেবা বাংলাদেশ ডাক এর "অধিকারী সেবা" হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২৮। পরিচালন কাঠামো ও প্রক্রিয়া।– বাংলাদেশ ডাক–এর অধীনস্থ ডাকঘরসমূহ ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের মধ্যে ইনিশিয়াল একাউন্ট কোড, পোস্ট অফিস ম্যানুয়াল ও অডিট ম্যানুয়াল, এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক ও হিসাবায়নের শ্রেণীবিন্যাস অনুসরণপূর্বক আর্থিক সেবাসমূহ পরিচালিত হইবে।

২৯। সঞ্চিতি ব্যবস্থাপনা।– সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ও বরাদ্দকৃত আর্থিক কোড অনুযায়ী সকল আর্থিক সেবার সামষ্টিক সঞ্চিতি সুনির্দিষ্ট ট্রেজারি সিঙ্গেল একাউন্ট (TSA) এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সঞ্চিত থাকিবে। বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক প্রণীত বা সরকার কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত বাজেট ও হিসাবায়ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই সঞ্চিতি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হইবে।

৩০। তারল্য ব্যবস্থাপনা।– ইনিশিয়াল একাউন্ট কোড বা হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী কোষাগার থেকে প্রধান ডাকঘরসমূহ কর্তৃক দৈনন্দিন উত্তোলিত অর্থ আর্থিক সেবা প্রদানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে ও হিসাবাধীন ডাকঘরসমূহে সরবরাহকৃত হইবে। একই পদ্ধতি অনুযায়ী ডাকঘরসমূহের অনুমোদিত সঞ্চিতি সীমার অতিরিক্ত অর্থ দৈনন্দিন কোষাগারে জমা করিতে হইবে। তারল্য ব্যবস্থাপনাও সমন্বিত বাজেট ও হিসাবায়ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

৩১। বিনিয়োগের এখতিয়ার।– বাংলাদেশ ডাক তার সকল আর্থিক সেবার বিপরীতে ট্রেজারি সিঙ্গেল একাউন্ট এর সঞ্চিতিসমূহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ট্রেজারি বন্ড বা অন্য কোনো ট্রেজারি ইন্সট্রুমেন্ট এর বিপরীতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৩২। মুনাফার হার নির্ধারণ।– হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের সুপারিশক্রমে ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগকৃত সঞ্চিতি'র লভ্যাংশের অংশবিশেষ আমানতকারীদের নিকট মুনাফা হিসাবে প্রদান করা যাইবে।

৩৩। হিসাব ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা– ইনিশিয়াল একাউন্ট কোড বা হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রণীত অন্য কোনো বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আর্থিক সেবাসমূহের হিসাব ব্যবস্থাপনা পোস্ট অডিট পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৩৪। সেবার ধরণ নিরূপণ।– বাংলাদেশ ডাক, যুগোপযোগী মানদন্ড, সরকারের অগ্রাধিকার ও নাগরিকবৃন্দের চাহিদা বিবেচনায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও আমানত সেবা প্রচলন করিতে পারিবে।

৩৫। আর্থিক বিষয়ক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক পরিচালনায় অনুসৃত অপারেশন ম্যানুয়াল এর ধারাসমূহ পরিপালনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ডাক তার আর্থিক সেবা ও আমানত সেবাসমূহের লেনদেন পদ্ধতি, বিনিময় পদ্ধতি, বাধ্যবাধকতা, সুবিধাদি, বিবিধ নিষ্পত্তি, দায় পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

৩৬। ডিজিটাল রূপান্তরের এখতিয়ার।– বাংলাদেশ ডাক তার সকল ধরনের আর্থিক সেবা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনে ডিজিটাল রূপান্তরের এখতিয়ার সংরক্ষণ করিবে।

৩৭। অনাপত্তি/অনুমোদন/লাইসেন্স প্রাপ্তি।– বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক পরিচালিত কোনো আর্থিক সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তি বা অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, এই অধ্যাদেশের বিধিসমূহ পরিপালনকে এমন বিবেচনা করিতে হইবে যেন অনাপত্তি বা অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রাপ্তির সকল শর্ত পরিপালিত হইয়াছে।

অধ্যায় ৬

ডাক জীবন বীমা

৩৮। ডাক জীবন বীমা কার্যক্রমের ম্যান্ডেট ও লক্ষ্য।–

(১) বাংলাদেশ ডাক এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, অধিকারী সেবা হিসাবে ডাক জীবন বীমা নামে দেশের প্রাচীনতম ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা গ্যারান্টিযুক্ত সঞ্চয়ী ও জীবন বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(২) এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হইবে অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে সকল শ্রেণীর পলিসি–গ্রহীতাদের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণের পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পিত সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা;

(৩) ডাক জীবন বীমা বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি সহকারে পরিচালিত হইবে, এবং ইহার পলিসিসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে করা চুক্তির সমতুল্য নিরাপত্তা প্রদান করিবে ।

৩৯। ডাকঘর বীমা তহবিল ও ট্রাস্টিশিপ।–

(১) ডাক জীবন বীমা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি "ডাকঘর বীমা তহবিল" পরিচালিত হইবে, যাহা 'নো প্রফিট, নো লস' ভিত্তিতে কেবল পলিসি–গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে;

(২) বাংলাদেশ ডাক এর মহাপরিচালক সরকারের পক্ষে এই তহবিলের ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তহবিলের প্রশাসনিক ও হিসাব সংরক্ষণের সকল দায়িত্ব ডাক বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(৩) এই তহবিলের নিয়মাবলী বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃপক্ষের অধীনে জারি করা হইবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে এই নিয়ম বা প্রিমিয়াম পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন।

৪০। পলিসি ও সেবার বিস্তৃতি।–

(১) বাংলাদেশ ডাক, নিশ্চিত আয়ের উৎস রহিয়াছে এমন যে কোনো ব্যক্তির জন্য ডাক জীবন বীমার পলিসি গ্রহণের সুযোগ রাখিবে এবং প্রতিরক্ষা, বিমান বাহিনীসহ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিতদের জন্য সীমিত পলিসি গ্রহণের ব্যবস্থা রাখিবে;

(২) বাংলাদেশ ডাক, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য আজীবন বিমা, মেয়াদী বিমা, এন্ডাওমেন্ট বিমা, শিক্ষা বিমা, বিবাহ বিমা, স্বাস্থ্য বীমা সহ চাহিদা সাপেক্ষে অন্যান্য উপযোগী বীমা ও এ্যান্যুইটি স্কিম প্রবর্তন ও পরিচালনা করিবে;

(৩) পলিসির শর্তাবলী উদার হইবে এবং আত্মহত্যা কিংবা বিচার বিভাগীয় মৃত্যুদণ্ডের কারণেও বীমা দাবি পরিশোধ এবং বাতিল বীমা পুনরুজ্জীবিতকরণের সুবিধা থাকিবে।

৪১। আর্থিক সুবিধা ও অ্যাকচুয়ারি।–

(১) বাংলাদেশ ডাক, দেশের প্রায় ১০ হাজার ডাকঘরের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাক জীবন বীমা সেবার কিস্তি জমা দেওয়া এবং মেয়াদান্তে উত্তোলন ও বিতরণ নিশ্চিত করিবে;

(২) প্রিমিয়ামের এবং বোনাসের হার গ্রাহকবান্ধব রাখিবার নীতি অনুসরণ করা হইবে;

(৩) গ্রাহকরা পলিসি জামিন রাখিয়া তার জমাকৃত টাকার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুবিধা ভোগ করিবেন;

(৪) বীমা ঝুঁকি ও তহবিলের স্থিতিশীলতা নিরূপণের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বীকৃত অ্যাকচুয়ারি দ্বারা একচুয়ারি কার্য সম্পন্ন করিবার এবং উক্ত একচুয়ারি কার্য অনুযায়ী স্কিমসমূহকে উপযোগী করিবার জন্য বাংলাদেশ ডাক ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

৪২। অন্যান্য আইন ও কাঠামোর সাথে সমন্বয়।–

(১) ডাক জীবন বীমার সাংগঠনিক কাঠামো দ্বি–স্তরবিশিষ্ট জোনাল ও আঞ্চলিক দপ্তর এবং বহুস্তরবিশিষ্ট ফিল্ড ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে;

(২) এই বীমা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৭

সেবা প্রদান ও গ্রাহক–সুরক্ষা

৪৩। সেবা প্রদানের সাধারণ দায়িত্ব।– বাংলাদেশ ডাক(ডেজিগনেটেড অপারেটর) এবং প্রত্যেক ডাক, কুরিয়ার ও পার্সেল অপারেটর নিম্নলিখিত সাধারণ দায়িত্বসমূহ পালন করিবে –

(ক) গ্রাহক তথা প্রেরক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ডাক বস্তু যথাযথ প্রাপ্তি ও প্রেরণের রশিদ/প্রমাণপত্র প্রদান করিবে এবং প্রেরকের চাহিদা অনুযায়ী ট্র্যাকিং নম্বর বা শনাক্তকরণ কোড সরবরাহ করিবে;

ব্যাখ্যা: (আন্তর্জাতিক আইটেমের ক্ষেত্রে UPU এর যথাযথ মান অনুসরণ করিয়া ১৩ অক্ষরের ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহৃত হইবে)

(খ) গৃহীত প্রতিটি ডাক বস্তু নিরাপদে ও যথাসময়ে গন্তব্যে বহন ও বিতরণ নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিবে; কোনো অবস্থাতেই অযৌক্তিক বিলম্ব বা অবহেলা গ্রহণযোগ্য হইবে না;

(গ) প্রতিটি ডাক বস্তু ও তাহার সংবলিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে এবং বৈধ কারণ ব্যতীত কোনো তৃতীয়পক্ষকে উহা প্রদর্শন বা জানানো হইবে না; অপারেটরের কর্মচারীগণ ডাকের বিষয়বস্তু দেখিয়া ফেলিলে উহা পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষা করিবার বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(ঘ) ডাক পরিবহনকালীন যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব, ক্ষতি বা ভুল বিতরণ ঘটে, অপারেটর তাহার নিজ উদ্যোগে দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করিবে; ত্রুটির ফলে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রবিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে;

(ঙ) কোনো ডাক বস্তু গ্রহণের সময় যদি উহা প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা খোলা অবস্থায় থাকে, অপারেটর তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরককে অবহিত করিবে এবং সম্ভব হলে সেই অবস্থার ছবি/প্রমাণ সংগ্রহ করিবে; ডেলিভারির সময় প্যাকেজিং অক্ষত আছে কি না সেই বিষয়েও প্রাপকের সম্মুখে নিশ্চিত করিবে;

(চ) নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক বাহনের মাধ্যমে ডাক পরিবহনের সময় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবে (যেমনঃ পরিবহনযানে তালা–সিল ব্যবস্থা, GPS ট্র্যাকিং, প্রয়োজনে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি); এবং

(ছ) গ্রাহকের অনুরোধক্রমে বা প্রবিধানে নির্ধারিত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেবা যেমন বিমা কভারেজ, নিশ্চিত প্রাপ্তিস্বীকার (ডেলিভারি রিসিপ্ট), বিশেষ হ্যান্ডলিং ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিবে (নির্ধারিত অতিরিক্ত চার্জের বিনিময়ে); এবং

(জ) ব্যক্তিগত উপাত্তের সর্বোচ্চ গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবে;

(ঝ) এছাড়াও বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যেকোনো নির্দেশাবলী প্রতিপালন করিবে।

৪৪। সেবা মান ও মান–পরিমাপপূর্বক ব্যবস্থা।– (১) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং লাইসেন্সধারী অপারেটরগণের সেবার মান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পরিমাপক (performance indicator) নির্ধারণ করিতে পারিবে। যেমন: স্থানীয় চিঠিপত্র বিতরণে গড় সময়, আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেসে প্রেরণকাল, বিতরণের সফলতার হার, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়কাল প্রভৃতি সূচক নির্ধারিত হইতে পারে।

(২) প্রত্যেক অপারেটরকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অথবা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং যে সময়সীমায় নির্ধারণ করে, তাহার সেবা মান সংক্রান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষামূলক গোপন ট্রানজিট মাপ (test letters/shipments) বা সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো অপারেটরের সেবা মান ধারাবাহিকভাবে নির্ধারিত স্তরের নীচে থাকিলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তাহাকে কারণ দর্শাইতে বলিবে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নতির নির্দেশ দিতে পারিবে। তবুও সন্তোষজনক উন্নতি দেখানো না গেলে বাংলাদেশ ডাকের

নিয়ন্ত্রক উইং উক্ত অপারেটরের লাইসেন্স স্থগিত বা সীমিত করিয়া দিতে পারিবে, বা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) গ্রাহকের কাছ হইতে প্রাপ্ত সেবা–সম্পর্কিত মতামত, অভিযোগের পরিসংখ্যান এবং স্বতন্ত্র গবেষণা/সমীক্ষার ভিত্তিতেও বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং অপারেটরদের রেটিং বা র‍্যাঙ্ক প্রকাশ করিতে পারিবে, যেন গ্রাহকগণ সেবার মান বিষয়ে অবগত থাকেন এবং অপারেটরদের মধ্যেও প্রতিযোগিতামূলক মানউন্নয়নের প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

৪৫। ভোক্তা অধিকার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি।– (১) প্রত্যেক লাইসেন্সধারী অপারেটরকে অভ্যন্তরীণ গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি সুব্যবস্থিত ব্যবস্থাপনা চালু রাখতে হইবে। উহা হিসাবে ফোন নম্বর, ইমেইল বা অনলাইন পোর্টাল ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহক যেন সহজে সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাইতে পারেন, এমন ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক।

(২) অপারেটর প্রাপ্ত প্রত্যেক অভিযোগের একটি অনন্য রেফারেন্স নম্বর প্রদান করিবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতরে (যেমন ৭ কর্মদিবসের মধ্যে) উহা নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি হইলে ফলাফল গ্রাহককে জানাইতে হইবে।

(৩) যদি কোনো গ্রাহক অপারেটরের প্রাথমিক নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট থাকেন বা অভিযোগ জমা দেওয়ার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সুরাহা না পান, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংএর নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে একাধিক ভুক্তভোগী গ্রাহকগণ যৌথভাবে বা প্রতিনিধি মারফতও অভিযোগ করিতে পারিবেন।

(৪) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রাপ্ত অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করিবে। তদন্তকালে উভয় পক্ষ (গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অপারেটর) কে শুনানির সুযোগ দিবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/প্রমাণাদি গ্রহণ করিবে। বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে –

(ক) অপারেটরকে ত্রুটিপূরণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান (যেমন বিলম্বিত প্রেরণ পৌঁছানো, ভুল বিতরণ সংশোধন করা ইত্যাদি);

(খ) প্রমাণসাপেক্ষে গ্রাহককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার নির্দেশ, যদি অপারেটরের গাফিলতিতে গ্রাহকের আর্থিক ক্ষতি বা ভোগান্তি হয় (ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, সেবার প্রকার ও প্রকৃত ক্ষতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে);

(গ) সংশ্লিষ্ট অপারেটরের বিরুদ্ধে এই আইন মোতাবেক প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন জরিমানা বা লাইসেন্স স্থগিত) যদি দেখা যায় যে অপারেটর পদ্ধতিগতভাবে গ্রাহক স্বার্থ লঙ্ঘন করিতেছে; এবং

(ঘ) গুরুতর প্রতারণা বা অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলে ফৌজদারি ব্যবস্থার জন্য বিষয়টি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে প্রেরণ।

(৫) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহাদের কাছে প্রদত্ত প্রত্যেক অভিযোগ নিষ্পত্তির ফলাফল একটি নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ করিবে এবং বাৎসরিক প্রতিবেদনে সারসংক্ষেপ প্রকাশ করিবে।

৪৬। ক্ষতিপূরণ ও দায়বদ্ধতা।– (১) ডাক বা কুরিয়ার অপারেটরগণ সাধারণত প্রেরিত মালামাল/দলিলের ক্ষতি, সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা বিরূপ পরিবর্তনের জন্য সীমিত দায়বদ্ধ থাকিবে, যদি না প্রেরকের সহিত অন্যথা চুক্তি থাকে।

(২) অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত মান(স্ট্যান্ডার্ড) সেবার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সীমা প্রবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট থাকিবে।

ব্যাখ্যা: অনাবৃত চিঠিপত্রের জন্য ক্ষতিপূরণ নেই, রেজিস্ট্রি চিঠির ক্ষতির জন্য একটি স্থির অঙ্ক, বিমাকৃত পার্সেলের ক্ষতির জন্য ঘোষিত মূল্যের ভিত্তিতে পূর্ণ বা আংশিক অঙ্ক ইত্যাদি)

(৩) কোনো ডাক বস্তু হারাইয়া গেলে বা উল্লেখযোগ্য বিলম্ব হইলে এবং প্রেরক/প্রাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার প্রমাণ মিলে, তবে গ্রাহক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে অভিযোগ করিতে পারিবে। উহা প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে আনুপাতিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করানো যাইবে।

(৪) অপারেটর কর্তৃক নির্ধারিত সেবার শর্তাবলীতে (Terms and Conditions) ক্ষতিপূরণ ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত ধারাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে, যেন প্রেরক আগে হইতেই সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষতিপূরণের সীমা জানেন। প্রেরকের চাহিদায় বাড়তি প্রিমিয়াম প্রদানপূর্বক উচ্চতর বিমা বা “মূল্য ঘোষণা” সুবিধা গ্রহণের বিকল্পও অপারেটর রাখিবে, যাহাতে প্রয়োজনে গ্রাহক অধিকতর নিরাপত্তা পাইতে পারেন।

৪৭। দর মূল্যতালিকা ও অতিরিক্ত চার্জ।– (১) বাংলাদেশ ডাক ও প্রত্যেক লাইসেন্সধারী অপারেটর তাহার সেবাসমূহের নিদিষ্ট চার্জ/ভাড়ার হার (tariff) সরকারের অনুমোদনক্রমে বা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং নির্ধারিত সীমার মধ্যে ভাবে স্থির করিয়া প্রকাশ করিবে। প্রতিটি সেবা কেন্দ্র ও বুথে চার্জের তালিকা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) সরকার জনস্বার্থে কোনো সেবা বা সেবাশ্রেণির জন্য সর্বোচ্চ চার্জ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে, অথবা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংকে উহা নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে। কোনো অপারেটর কোনো অবস্থাতেই নির্ধারিত সর্বোচ্চ হারের ঊর্ধ্বে চার্জ আদায় করিতে পারিবে না।

(৩) যদি কোনো অপারেটর সরকার–নির্ধারিত হারের বেশি মূল্য গ্রাহকের নিকট হইতে আদায় করে বা মূল্যতালিকা যথাস্থানে প্রকাশ না রাখে, তবে উহা এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন জ্বালানী মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধ বা মহামারীর কারণে পরিবহন ব্যয় হঠাৎ বেড়ে গেলে অপারেটররা সাময়িক "সারচার্জ" আরোপের প্রস্তাব বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংএর নিকট পেশ করিতে পারিবে। বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রয়োজন বিবেচনায় সীমিত সময়ের জন্য একটি সাময়িক অতিরিক্ত চার্জ আরোপের অনুমতি দিতে পারিবে। উহা প্রয়োজনশেষে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৫) যাহাতে গ্রাহক সহজে বিভিন্ন অপারেটরের চার্জ তুলনা ও সেবা পছন্দ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং সময় সময় একটি তুলনামূলক মূল্যছাড়পত্র বা অনলাইন পোর্টাল প্রকাশ করিতে পারিবে। এতে প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাইবে।

৪৮। প্রতিযোগিতা ও বৈষম্যহীনতা অবলম্বন।– (১) এই খাতে স্বাধীন ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক অপারেটরকে বৈষম্যহীনতা (non–discrimination) অনুসরণ করিতে হইবে। কোনো গ্রাহকের প্রতি অবাঞ্ছিত বৈষম্য, যেমন একই সেবার জন্য একই সময়ে দুই গ্রাহকের নিকট বিভিন্ন মূল্য আদায় (যদি না যৌক্তিক কারণ থাকে), অনুরূপ ভৌগোলিক অঞ্চলে সেবা প্রদান করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গ্রাহককে সেবা না দেওয়া, ইত্যাদি পরিহার করিতে হইবে।

(২) প্রতিযোগিতা আইন অনুযায়ী কোনো অপারেটরের বিপণনচুক্তি, সংযোজন বা চক্রান্তমূলক আচরণের ফলে বাজারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিযোগীদের বর্জন ঘটে কি না, তাহা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং নজরদারি করিবে। কোনো অপারেটর আধিপত্যপূর্ণ অবস্থানে থাকিলে সে জেনে শুনে predatory pricing (অসাধু মূল্যে সেবা দান), বাধ্যতামূলক বান্ডেল বিক্রয় বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে dumping ইত্যাদি করতে পারিবে না। এই ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তদন্ত করিয়া প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনে বিষয়টি প্রতিযোগিতা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একই সাথে সার্বজনীন সেবা ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতামূলক সেবা প্রদান করায়, উক্ত বিভাগের হিসাবব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যেন সার্বজনীন সেবায় প্রাপ্য সরকারী ভর্তুকি বা সংস্থান অন্য প্রতিযোগিতামূলক সেবার ক্ষতিপূরণে ব্যবহার না হয়। সরকারের নির্দেশ অনুসারে ডাক বিভাগকে সার্বজনীন সেবা ও অন্যান্য সেবার রাজস্ব–ব্যয় পৃথক অ্যাকাউন্টে প্রদর্শন করিতে হইবে (account separation)।

(৪) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বা অন্য কোন বড় অপারেটর যদি বাজারে স্পষ্টত আধিপত্য বিস্তারকারী হয়, তবে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রয়োজন মনে করিলে ঐ অপারেটরের কিছু সেবার মূল্যহার পূর্বানুমোদনের (price cap) ব্যবস্থা রাখতে পারিবে, যেন একচেটিয়া সুবিধা নইয়া মূল্যবৃদ্ধি করা না যায়।

(৫) সকল অপারেটরকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধানসমূহও প্রতিপালন করিতে হইবে, এবং উহাদের কার্যকলাপ বা চুক্তি যদি ঐ আইনের অধীন নিষিদ্ধ প্রতীয়মান হয়, তবে প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহীত আইনি ব্যবস্থার আওতায় আসিবে। এছাড়াও বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখাও পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৪৯। অপারেটরদের আন্তঃসংযোগ ও ডাক নেটওয়ার্ক সমন্বয়।– (১) ডাক ও কুরিয়ার সেবা খাতে বিভিন্ন অপারেটরের নেটওয়ার্কের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা নিশ্চিতে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং নীতিমালা প্রণয়ন করিবে। একাধিক অপারেটরের মধ্যে প্রয়োজনে ডাক বস্তু আদান–প্রদান (handover) বা অবকাঠামো যৌথ ব্যবহারের (infrastructure sharing) ব্যবস্থা স্থাপন করা যাইবে।

(২) যদি কোনো লাইসেন্সধারী অপারেটর এমন কোনো অঞ্চল বা গন্তব্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক না থাকে যাহা অন্য আরেক অপারেটরের নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিবৃত, তবে প্রথমোক্ত অপারেটর দ্বিতীয় অপারেটরের নিকট যৌক্তিক মাশুলের বিনিময়ে উক্ত এলাকা পরিবহণ/বিতরণের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে। উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমঝোতায় চুক্তি করিলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহা অনুমোদন করিবে। যদি সমঝোতা না হয়, বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উভয় পক্ষকে শুনানি করিয়া ন্যায্য ও বৈষম্যহীন মূল্যে নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস বা ডেলিভারি এজেন্ট হিসেবে কাজ করার শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) ডাক বিভাগের ডাকবাক্স (P.O. Box), ডাকঘরের কাউন্টার প্রভৃতি সুবিধা দেশব্যাপী বিদ্যমান। সরকার চাইলে ডাক বিভাগের অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত সক্ষমতাসম্পন্ন এসব অবকাঠামো নির্দিষ্ট শর্তে বেসরকারি লাইসেন্সধারীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করিতে পারিবে, যেন জাতীয় অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহার সমন্বয় সাধন করিবে এবং প্রয়োজনে চুক্তিসমূহের তত্ত্বাবধান করিবে।

(৪) কোনো অপারেটর যদি অন্য অপারেটরের নেটওয়ার্ক বা সেবার ওপর নির্ভরশীল হয় (যেমন আন্তর্জাতিক কুরিয়ারকে স্থানীয় বিতরণের জন্য দেশীয় অপারেটরের সেবা গ্রহণ করা), তবে তারা পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা সেবা–স্তর চুক্তি (SLA) স্থির করিবে। বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং ঐ SLA–এর প্রতিলিপি সংরক্ষণ করিবে এবং কোনো পক্ষ চুক্তি লঙ্ঘন করিলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৮

উদ্ভাবন ও ডিজিটাল রূপান্তর

৫০। উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও স্যান্ডবক্স।– (১) এই খাতে নতুন প্রযুক্তি বা ব্যবসায়িক পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগে উৎসাহ প্রদানার্থে বাংলাদেশ ডাক নিয়ন্ত্রণকৃত স্যান্ডবক্স বা পাইলট কর্মসূচি চালু করিতে পারিবে। কোন লাইসেন্সধারী যদি কোনো উদ্ভাবনী সেবা সীমিত পরিসরে পরীক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তবে বাংলাদেশ ডাক নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে কিছু বিধি বা শর্ত শিথিল করিয়া সেই পরীক্ষার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) স্যান্ডবক্সের আওতায় অংশগ্রহণকারী অপারেটরকে গ্রাহকের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখাসহ বাংলাদেশ ডাক নির্ধারিত বিশেষ শর্তাবলী পালন করিতে হইবে। পরীক্ষার সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে উক্ত শিথিলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত হইবে, যদি না বাংলাদেশ ডাক উক্ত উদ্ভাবনটি স্থায়ীভাবে অনুমোদনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(৩) বাংলাদেশ ডাক উদ্ভাবনী স্যান্ডবক্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করিবে, যেখানে আবেদন পদ্ধতি, মূল্যায়ন মানদণ্ড, পরীক্ষার ব্যাপ্তি ও শর্ত এবং প্রতিবেদনদানের রীতি উল্লেখ থাকিবে।

৫১। ডিজিটাল ডাকটিকিট ও ই–সেবা।– (১) প্রচলিত কাগজি ডাকটিকিট, সিলমোহর বা ফ্র্যাঙ্কিং এর পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাকমাশুল পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করা যাইবে। বাংলাদেশ ডাক ই–স্ট্যাম্পিং/ডিজিটাল ডাকটিকিট ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে পারিবে, যেখানে গ্রাহক অনলাইনে অর্থ প্রদানপূর্বক ভেরিফাইয়েবল ডিজিটাল সিকিউর্ড কিউআর কোড (আইসিটি আইন ২০০৬ দ্বারা সৃষ্ট সিসিএ কার্যালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রণকৃত), বারকোড বা অন্যান্য সুরক্ষিত ডিজিটাল টোকেন লাভ করিবে এবং উহা মুদ্রণ বা মোবাইল ডিভাইসে প্রদর্শন করিয়া খামে সংযুক্ত করিতে পারিবে। এই প্রকার ডিজিটাল মাশুল বৈধ ডাকটিকিটের সমতুল্য আইনি স্বীকৃতি পাইবে।

(২) বাংলাদেশ ডাক ডাকবিভাগ ও লাইসেন্সধারীদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করিবে। যেমনঃ অনলাইনে ডাক সেবা বুকিং ও পেমেন্ট, মোবাইলে ট্র্যাকিং ও নোটিফিকেশন, ইলেকট্রনিক ডেলিভারি প্রমাণ (e–POD) ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু। লাইসেন্সধারীদের নতুন যে কোনো ই–সেবা উদ্ভাবনের প্রস্তাব থাকিলে বাংলাদেশ ডাক তাহা দ্রুত বিবেচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে (প্রয়োজনে ধারা ৩৩ এর অধীনে স্যান্ডবক্সের আওতায় পরীক্ষাসাপেক্ষে)।

(৩) সরকারি বিভাগসমূহের সাথে ডাক/কুরিয়ার সেবার ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ডাক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ, আদালতের জিরক্স প্রামাণ্য কপি বা নোটিশ সমূহের ই–মেইল/এসএমএস মাধ্যমে বিতরণ, বিভিন্ন সেবার হোম ডেলিভারি নিশ্চিত করতে ই–গভর্ন্যান্স প্ল্যাটফর্মের সাথে সমন্বয় ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া যাইতে পারে।

৫২। ঠিকানা ও কোডিং–এর মানদণ্ড।– (১) দেশের ডাক ঠিকানা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে **ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের** আন্তর্জাতিক ঠিকানা টেমপ্লেট মান অনুসরণ করা হইবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সহায়তায় একটি জাতীয় ঠিকানা ডেটাবেইস ও আদর্শ ঠিকানা ফরম্যাট প্রস্তুত ও প্রচলন করিবে। সব লাইসেন্সধারী অপারেটর প্রেরক ও প্রাপক ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রে উক্ত নির্ধারিত ফরম্যাট অনুসরণ করিবে, যথাসম্ভব পোস্টকোডসহ পুরো ঠিকানা ব্যবহার করিবে।

(২) প্রত্যেক ডাক বা পার্সেল বস্তুকে পরিচিতি প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিক শনাক্তকরণ কোড ব্যবহার বাধ্যতামূলক হইবে। আন্তর্জাতিক আদান–প্রদানে ১৩ অক্ষরের UPU নির্ধারিত ফরম্যাট ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করিতে হইবে। বাংলাদেশ হইতে ইস্যুকৃত অনুরূপ কোডসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (ডেজিগনেটেড অপারেটর) করিবে এবং সকল লাইসেন্সধারী সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণ ডাক বিভাগের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করিবে যাতে একই নম্বর পুনরাবৃত্তি না হয় ও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত থাকে।

(৩) লাইসেন্সধারী সকল অপারেটরের আইটেম ট্র্যাকিং সিস্টেমসমূহ পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য ফরম্যাট বা API ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃপরিচালন নিশ্চিত করিতে উৎসাহিত করা হইবে। বাংলাদেশ ডাক একটি কেন্দ্রীয় ট্র্যাক ও ট্রেস পোর্টাল স্থাপন করিবে, যাহার মাধ্যমে গ্রাহকগণ যে কোনো অপারেটরের প্যাকেজ এক জায়গায় ট্র্যাক করিতে সক্ষম হইবেন। বাংলাদেশ ডাক এ খাতের বিষয়ে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫ এ বর্ণিত সেক্টোরাল আন্তঃপরিচালন নিশ্চিত করিবে।

(৪) ডাক বিভাগ দেশের বিদ্যমান পোস্টকোড ব্যবস্থার হালনাগাদ ও ব্যাপক প্রচার করিবে, এবং নতুন উদ্ভাবনী ঠিকানা কোড (যেমন ডিজিটাল লোকেশন কোড) চালুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংএর সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৫৩। উপাত্ত আন্ত:পরিবাহিতা ও সমন্বয়।– (১) ডাক ও কুরিয়ার খাতে উপাত্তের মানসম্মত সংগ্রহ, বিনিময় ও বিশ্লেষণ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করিয়া কাজ করিবে। লাইসেন্সধারীদের অপারেশনাল ডেটা পয়েন্টসমূহ (যেমন প্রেরিত আইটেমের পরিমাণ, সময়সূচি, বিতরণ সফলতার হার ইত্যাদি) একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে বাংলাদেশ ডাকের

নিয়ন্ত্রক উইংয়ে জমা দিতে হইবে, যাতে কেন্দ্রীয়ভাবে খাতের পরিসংখ্যান ও কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণ করা যায়।

(২) সরকার প্রণীত ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা ও জাতীয় সাইবার সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনের আলোকে বাংলাদেশ ডাক, ডাকখাতের জন্য বিশেষ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা জারি করিতে পারিবে। যেমনঃ গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য কতদিন সংরক্ষণ করা চলিবে, কোন কোন ক্ষেত্রে এনক্রিপশন বাধ্যতামূলক, কোন কোন উপাত্ত আন্তর্জাতিক সার্ভারে স্থানান্তর নিষিদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে বাংলাদেশ ডাক, জাতীয় উপাত্ত ব্যাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ–এর নীতিমালা অনুসারে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করিবে।

(৩) ডাক বিভাগের ঠিকানা ডেটাবেস, পোস্টকোড ডাটাসেট এবং লাইসেন্সধারীদের ট্র্যাকিং ডেটা প্রয়োজন অনুসারে সীমিত পরিসরে সরকার নির্ধারিত জাতীয় ডেটা মহাপরিকল্পনার আওতায় উন্মুক্ত করা যাইতে পারিবে (open data), তবে সেইক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্তের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

অধ্যায় ৯

নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও তথ্য সুরক্ষা

৫৪। ডাক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা।– (১) ডেজিগনেটেড অপারেটর ও সকল লাইসেন্সধারী অপারেটরদের ডাক পরিবহন ও প্রক্রিয়াকরণে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পোস্টাল নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে। অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ইউনিট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকিবেন, কর্মীদের নিয়মিত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দিতে হইবে, মেইল অফিস ও আদানপ্রদান কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় শারীরিক ও প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা ব্যবস্থা (যেমনঃ এক্স–রে স্ক্যান, সিলমোহর, নজরদারি ক্যামেরা, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ) গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ডাক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক অপারেটরকে একটি *প্রো– অ্যাকটিভ নিরাপত্তা কৌশল* বাস্তবায়ন করিতে হইবে। এর অংশ হিসাবে– ডাক কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, জরুরি পরিস্থিতিতে (সন্দেহজনক প্যাকেট বা বোমা বা বায়োহ্যাজার্ড বা নিউক্লিয়ার বিপৎসংকেত ইত্যাদি) প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং ও আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবিলম্বে অবহিতকরণ এবং মেইল পরিবহন চেইন অব্যাহত রাখার জন্য contingency পরিকল্পনা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) আন্তর্জাতিক ডাক চলাচলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এভিয়েশন সিকিউরিটি রুলস এবং শুল্ক ও সীমান্ত নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক– এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থেকে প্রতিটি অপারেটরকে তাদের নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করিতে হইবে। বিমানযোগে কোন পার্সেল/মেইল পাঠানোর পূর্বে প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং (এক্স–রে/ETD স্ক্যান ইত্যাদি) করিতে হইবে এবং নিশ্চিত হইতে হইবে যে নিষিদ্ধ কোনো সামগ্রী পরিবহন হইতেছে না।

(৪) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং চাহিলে যে কোনো অপারেটরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্যায়ন করিবার জন্য নিরীক্ষা চালাইতে পারিবে বা বিশেষজ্ঞ টিম প্রেরণ করিতে পারিবে। নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অপারেটরদের উৎসাহিত করিতে হইবে। যেসব অপারেটর আন্তর্জাতিক মেইল আদানপ্রদান কেন্দ্রে (Office of Exchange) কার্য করে, তাহাদের উক্ত সার্টিফিকেশন অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) অপারেটরগণ পারস্পরিক নিরাপত্তা তথ্য শেয়ার করিবে (কোনো বিশেষ ঠিকানা বা ব্যক্তি যদি সন্দেহজনক প্যাকেট প্রেরণ করে ধরা পড়ে তাহা অন্য অপারেটরদের সাথে সতর্কতামূলক তথ্য হিসেবে ভাগ করা; অথবা অপরাধীরা ডাক নেটওয়ার্কের কোন ফাঁকফোকর ব্যবহার করার চেষ্টা করিলে সবাইকে জানানো)। ডাকসেবার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ডাক, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫ এ বর্ণিত সেক্টোরাল ইন্টারঅপারেবিলিটি হাব ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা বিধানসাপেক্ষে এই আন্তঃপরিচালন নিশ্চিত করিবে।

৫৫। ইলেকট্রনিক অগ্রিম ডাটা(EAD)।– (১) দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে সকল ডাক, কুরিয়ার বা পার্সেল প্রেরিত বা আগত হয়, সেগুলির ইলেকট্রনিক অগ্রিম তথ্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক/কাস্টমস ও নিরাপত্তা সংস্থার নিকট পূর্বেই প্রেরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রেরণের পূর্বমুহূর্তে পার্সেল/চালানের প্রেরক–প্রাপক, ঠিকানা, ওজন, মূল্য, সামগ্রীর বর্ণনা, HS কোড, ইত্যাদি তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাস্টমসের নির্ধারিত সিস্টেমে জমা দিতে হইবে।

(২) ইউনিভার্সাল পোস্টাল কনভেনশন নির্দিষ্ট শ্রেণির চিঠি বা পার্সেলের জন্য EAD বাধ্যতামূলক হইবে। এই ধারা অনুসারে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক কুরিয়ার অপারেটরকে কাস্টমসের সাথে সমন্বিত তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাস্টমস ও নিরাপত্তা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং আগাম ঝুঁকি মূল্যায়ন করিবে এবং সন্দেহজনক পার্সেল বিমানবন্দরে আসার সাথে সাথেই চিহ্নিত করিয়া স্ক্যান/তল্লাশি করিতে পারিবে। যেসব অপারেটর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ EAD সময়মতো প্রদান

করিবে না, তাহাদের চালানে দেরি, অতিরিক্ত চেক বা জরিমানা আরোপ হইতে পারে।

(৪) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমন্বিতভাবে একটি একক ইলেকট্রনিক ডাটা হাব গড়িয়া তুলিতে পারে, যাহাতে সকল লাইসেন্সধারী তাদের আন্তর্জাতিক চালানের ডেটা একবারই আপলোড করিবে এবং সেই ডেটা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এয়ারলাইন্স ও গন্তব্য দেশের পোস্ট/কুরিয়ারের নিকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছাইবে।

(৫) আন্তর্জাতিক ডাকদ্রব্য পরিবহনের সাথে যুক্ত সকল পক্ষ (এয়ারলাইন্স, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার) ইলেকট্রনিক ডেটা এক্সচেঞ্জে অংশগ্রহণ করিবে এবং আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড সমূহ অনুসরণ করিবে।

৫৬। কাস্টমস ও সীমান্ত সমন্বয় – (১) ডাক ও কুরিয়ার মারফত প্রেরিত পণ্য ও সামগ্রীর শুল্কায়ন, সীমান্ত পরীক্ষা ও দ্রুত রিলিজ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস উইং–এর সাথে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং নিবিড়ভাবে সমন্বয় করিবে।

(২) প্রতিটি আন্তর্জাতিক ডাক আদানপ্রদান কেন্দ্র ও কুরিয়ার হাব–এ কাস্টমস কর্মকর্তাদের জন্য সুবিধাজনক কার্যালয় ও উপযুক্ত পরীক্ষণ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ডাকদ্রব্যের শুল্কায়ন ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করিবেন, যাতে ন্যূনতম বিলম্ব ঘটে।

(৩) শুল্কযোগ্য পণ্যের গুচ্ছ চালান (consolidated shipment) থাকিলে বিভাজনপূর্বক পৃথক কাস্টমস ঘোষণা দেওয়া এবং যথাযথ শুল্ক–কর প্রদান করিয়া চালান মুক্ত করা লাইসেন্সধারীর দায়িত্ব।

(৪) কাস্টমস পরীক্ষার পর কোনো পার্সেল আটক বা জব্দ হইলে সংশ্লিষ্ট অপারেটর সেই প্রাপককে অবহিত করিবার ও উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করিবে। একইভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষও অপারেটরদের সহিত সেই সংক্রান্ত যোগাযোগ সহজীকরণ করিবে।

(৫) আমদানি ও রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী ডাকযোগে কোন কোন দ্রব্য আমদানি/রপ্তানি নিষিদ্ধ বা সীমিত, সেই তালিকা বাংলাদেশ ডাক সময় সময় লাইসেন্সধারীদের সরবরাহ করিবে। লাইসেন্সধারীরা গ্রাহকদেরকে তাদের পাঠানো সামগ্রী যদি নিষিদ্ধ সূচির মধ্যে পড়ে তাহা আগে হইতেই সতর্ক করিবে এবং গ্রহণের সময়ে প্রতিটি চালানের ঘোষণাপত্র (customs declaration) যথাযথভাবে পূরণ করিয়া লইবে।

(৬) ডাকযোগে প্রেরিত ই–কমার্স সামগ্রীর শুল্কায়ন ও বিতরণ সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ডাক ও কাস্টমস যৌথভাবে বিশেষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিতে পারিবে (যেমনঃ অপেক্ষাকৃত নিম্নমূল্যের পণ্যসমূহকে সহজীকৃত প্রক্রিয়ায় ছাড় দেয়া, প্রাপককে মোবাইলে শুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা, ডেলিভারির সময় কুরিয়ার মারফত শুল্ক আদায় ইত্যাদি)।

৫৭। নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ দ্রব্য – (১) তফসিল–এ সংযুক্ত সূচীতে যেসব দ্রব্য/বস্তুকে ডাকযোগে পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা সীমিত রাখা হইয়াছে, লাইসেন্সধারী অপারেটরগণ কোনো অবস্থাতেই সেইসব দ্রব্য ডাক বা কুরিয়ার মারফত গ্রহণ, পরিবহন বা বিতরণ করিবে না। তফসিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধদ্রব্য তালিকা, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) ও IATA কর্তৃক ঘোষিত বিপজ্জনক পণ্য তালিকা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এবং বাংলাদেশ সরকারের আমদানি–রপ্তানি নীতি আদেশ অনুসরণ করা হইয়াছে।

(২) উপর্যুক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত উদাহরণস্বরূপ – বিস্ফোরক, দাহ্য ও বিকিরণযুক্ত পদার্থ; অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ (লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রাপক ব্যতীত); অবৈধ মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ; জীবন্ত প্রাণী (সরকার অনুমোদিত সীমিত ব্যতিক্রম ছাড়া); জাল নোট/স্ট্যাম্প; অশ্লীল ও বেআইনী প্রকাশনা; এবং অন্য যে সকল দ্রব্য সরকার সময় সময় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

(৩) উপরন্তু, এমন কিছু দ্রব্য আছে যাহার ডাকযোগে পরিবহন নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সীমিত (restricted) রাখা হইয়াছে। যেমনঃ ব্যাটারি ও চুম্বক ইত্যাদি বিশেষ পণ্য উপযুক্ত প্যাকেজিং ও লেবেলিং ছাড়া পাঠানো যাইবে না; মূল্যবান ধাতু বা রত্ন এক্সপ্রেস সেবাতেই পাঠাতে হইবে; জীবন্ত উদ্ভিদ বা বীজ কেবল লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পাঠানো যাবে ইত্যাদি বিধিনিষেধ। লাইসেন্সধারীদের এই সকল বিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত থাকিতে হইবে ও প্রেরকদেরকে যথাযথ পরামর্শ দিতে হইবে।

(৪) যদি কোনো অপারেটর তাহার নিকট গ্রহণকৃত কোনো পার্সেল/চিঠিতে নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে মর্মে সন্দেহ করে, তবে নিরাপত্তা ঝুঁকির দৃষ্টিকে করোনি শর্তে উহা খুলিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবে না, বরং অবিলম্বে স্থানীয় আইন–শৃঙ্খলা বাহিনী বা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তা চাইবে। আইন–শৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ও নিরাপদ পদ্ধতিতে উক্ত বস্তু পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৫) কোনো লাইসেন্সধারী ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহনে লিপ্ত থাকিলে তাহার লাইসেন্স বাতিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে (যেমনঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, অস্ত্র আইন ইত্যাদি) কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, WTO, ICAO, WCO প্রভৃতি সংস্থা তাদের নিষিদ্ধ ও সীমিত পণ্যের তালিকা সময় সময় আপডেট করে; বাংলাদেশ ডাক উক্ত আপডেট সমূহ লাইসেন্সধারীদের অবহিত করিবে এবং প্রয়োজনে তফসিল সংশোধন করিবে।

৫৮। গ্রাহক পরিচিতি যাচাইকরণ (KYC) – (১) ডাক ও পার্সেল সেবার অব্যবহিত অপব্যবহার রোধ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক লাইসেন্সধারী অপারেটরকে প্রেরক ও প্রাপক (যদ্দূর প্রযোজ্য) এর পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে কোনো

বিদেশগামী বা বিদেশ হইতে আগত পার্সেল/মেইল গ্রহণের সময় ও হস্তান্তরের সময় প্রেরক/প্রাপকের সরকারি শনাক্তকরণ দলিল (জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) পরীক্ষা ও তথ্য নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(২) অভ্যন্তরীণ সেবায়ও মাদকের অবৈধ পরিবহন, ভুয়া ঠিকানায় পার্সেল প্রেরণ প্রভৃতির শঙ্কা থাকায় গুরুত্বপূর্ণ বা উচ্চমূল্যের সামগ্রী প্রেরণের সময় প্রেরকের পরিচয় যাচাই করিতে হইবে। বাংলাদেশ ডাক কোন কোন ধরনের প্রেরণে KYC বাধ্যতামূলক করিবে তাহা প্রবিধানে তালিকাবদ্ধ করিবে (যেমনঃ ক্যাশ অন ডেলিভারির পার্সেল, বড় ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, মূল্যবান সামগ্রী প্রভৃতি)।

(৩) জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করা গেলে কুরিয়ার অপারেটরগণ সহজেই প্রেরকের পরিচয় সত্যতা যাচাই করিতে পারিবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কুরিয়ারদের NID সার্ভারের সীমিত অ্যাক্সেস প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করিবে যেন অপারেটরগণ রিয়েল-টাইমে পরিচয় যাচাই করিতে পারে (API বা অন্য উপায়ে)।

(৪) KYC তথ্য গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং কোনো অবস্থায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না। কেবলমাত্র সরকারী আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা বৈধ অনুরোধ করিলে অপরাধ অনুসন্ধানের স্বার্থে ঐ তথ্য তাদের সরবরাহ করা যাইবে।

(৫) যদি কোন অপারেটর ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচয় যাচাই ব্যতিরেকে প্রচুর পরিমাণ সন্দেহজনক পার্সেল গ্রহণ করে এবং তাহা দ্বারা আইনশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তবে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহাকে কঠোরভাবে সাবধান করিয়া দিবে এবং পুনরাবৃত্তি হলে লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করিতে পারিবে।

৫৯। ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা – (১) ডাক ও কুরিয়ার পরিবহন প্রক্রিয়ায় প্রেরক-প্রাপক নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ইমেইল প্রভৃতি ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক লাইসেন্সধারী অপারেটরকে উহা সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর অধীন সাবজেক্ট সকল নীতি ও অধিকারসমূহ এই খাতে প্রযোজ্য হইবে। বিশেষতঃ, অপারেটরগণ:

(ক) গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য কেবলমাত্র তার চাহিদাকৃত সেবা বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রহ করিবে ও ব্যবহার করিবে, অন্য কোন অপ্রকাশিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না;

(খ) তথ্য ন্যূনতমকরণের নীতি অনুসরণ করিবে – অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করিবে না;

(গ) প্রয়োজন ফুরাইলে বা নির্দিষ্ট সময়ানন্তরে গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদে মুছে ফেলিবে (destroy) বা নাম-পরিচয়বিহীন (anonymize) করিয়া রাখিবে;

(ঘ) উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (এনক্রিপশন, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, ফায়ারওয়াল) গ্রহণ করিবে যেন ব্যক্তিগত তথ্য অসংরক্ষিত না থাকে বা সাইবার হানার শিকার না হয়;

(ঙ) কোনো ব্যক্তিগত তথ্য বিদেশে অবস্থিত সার্ভারে সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণ করিলে, বিদ্যমান ডেটা স্থানান্তর নীতিমালা (cross-border data transfer rules) মেনে চলিবে এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংকে অবহিত করিবে; এবং

(চ) গ্রাহকের অনুরোধে তাহার ব্যক্তিগত তথ্যের অনুলিপি প্রদান, সংশোধন বা অপসারণ (যদি বাস্তবে সম্ভব হয়) করিবার ব্যবস্থা রাখিবে।

(৩) কোনো লাইসেন্সধারী অপারেটরে বড় ধরনের ডেটা লিক/ব্রিচ ঘটিয়া গেলে (উদাহরণ: হ্যাকিংয়ের ফলে প্রচুর গ্রাহকের নাম-ঠিকানা ফাঁস), তাহা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কে অবিলম্বে জানাইতে হইবে এবং পরবর্তীতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। ডেটা অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাইতে কোনো গ্রাহক বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের শরণাপন্ন হইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং সেই বিষয়ে তদন্ত করিবে এবং প্রয়োজনে উক্ত অপারেটরের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে অথবা বিষয়টি জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে, যেহেতু সেই কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার রহিয়াছে।

৬০। সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল সিস্টেমের সুরক্ষা – (১) লাইসেন্সধারী সকল অপারেটরের তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো (যেমনঃ অনলাইন ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, ডাটাবেস, মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট) পর্যাপ্ত সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ পরিচালনা করিতে হইবে। প্রত্যেক অপারেটর নিয়মিতভাবে তাদের সিস্টেমের পেনিট্রেশন টেস্ট/অডিট করাইবে এবং দুর্বলতা চিহ্নিত হইলে দ্রুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সংশ্লিষ্ট সাইবার সুরক্ষা বা নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট আইনসমূহে বর্ণিত দায়বদ্ধতা ডাক ও কুরিয়ার সেবা খাতেও প্রযোজ্য হইবে। কোনো অপারেটরের ডিজিটাল সেবা যদি সংবেদনশীল তথ্য পরিকাঠামো(CII) হিসেবে মনোনীত হয়, তবে তাকে উক্ত আইনের অধীন বিশেষ সুরক্ষা মানদণ্ড পালন করিতে হইবে।

(৩) গ্রাহক দ্বারা অনলাইনে প্রদত্ত অর্থপ্রদানের তথ্য (ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড তথ্য) অপারেটর কর্তৃক সংরক্ষণ করিলে PCI-DSS সহ প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করিতে হইবে। কোনো অবস্থাতেই স্পর্শকাতর আর্থিক তথ্য অনিরাপদভাবে রাখা যাইবে না।

(৪) অপারেটরের বা বাংলাদেশ ডাকের যেকোনো সফটওয়্যার/অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকালে যদি কোনো সাইবার হুমকি বা আক্রমণের ঘটনা ধরা পড়ে (ওয়েবসাইট ডিফেসমেন্ট, ম্যালওয়্যার আক্রমণ), সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংকে দ্রুত জানাইতে হইবে এবং সমন্বিতভাবে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) সাইবার নিরাপত্তা জোরদারকল্পে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং লাইসেন্সধারীদের জন্য সময়ে সময়ে নির্দেশিকা জারি করিবে – যেমন বাধ্যতামূলক দুইস্তরের প্রমাণীকরণ (2FA) চালু, নিয়মিত ডেটা ব্যাকআপ, কর্মীদের সাইবার সচেতনতা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

অধ্যায় ১০

অপরাধসমূহ ও দণ্ডবিধান

৬১। ডাক ব্যাগ বা ডাক বহন বা বিলির কার্যে বিরত থাকিবার দণ্ড।– ডাক ব্যাগ বা ডাক বহন বা বিলির কার্যে নিয়োজিত বা ডাকসেবা প্রদানে নিয়োজিত বাংলাদেশ ডাকের কর্মচারী যদি, নির্ধারিত বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কর্তব্যপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকেন, তাহা হইলে উহা হইবে এই অধ্যাদেশের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬২। ডাক বহন বা বিলির কার্যে নিয়োজিত বাংলাদেশ ডাকের কর্মচারী কর্তৃক সংরক্ষিত নিবন্ধন বহিতে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধকরণের দণ্ড।– ডাক বহন বা বিলির কার্যে বা ডাকসেবা প্রদানে নিয়োজিত বাংলাদেশ ডাকের কর্মচারী, বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং কর্তৃক সংরক্ষিত নিবন্ধন বহিতে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৩। ডাক চুরি, গোপন, নষ্ট, ধ্বংস করা, ফেলিয়া দেওয়া, জালিয়াতিমূলকভাবে বা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করিবার দণ্ড।– বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক ডাকযোগে প্রেরণের সময় কোনো ডাক বা উহার অভ্যন্তরস্থ কোনো বস্তু চুরি করা বা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করা বা কোনো ডাকসেবা প্রদানের সময় রেকর্ডপত্র পরিবর্তন করিয়া অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে ডাক গোপন, নষ্ট বা ধ্বংস করা বা ফেলিয়া দেওয়া, জালিয়াতিমূলকভাবে বা অসদুপায়ে টাকা আত্মসাৎ করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৪। ডাক খোলা, আটক রাখা বা বিলম্ব করিবার দণ্ড।–বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক তাহার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ডাকযোগে প্রেরণের সময় কোনো ডাক উন্মুক্ত করা, ইচ্ছাকৃতভাবে আটক রাখা বা বিলম্ব করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত আদালতের নির্দেশনা বা সরকারের লিখিত আদেশের দ্বারা ডাক খোলা, আটক রাখা বা বিলম্বের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। ভুল দাপ্তরিক চিহ্ন প্রতারণামূলকভাবে প্রদান বা অতিরিক্ত ডাকমাশুল গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতারণার দণ্ড।– বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক কোনো ডাকের উপর কোনো ভুল দাপ্তরিক চিহ্ন প্রতারণামূলকভাবে প্রদান করা বা ফ্রাংকিং ছাপ বা বার কোড (Bar Code) বা কিউআর কোড (QR Code) বা অন্য কোনও ছাপ বা কোড, যাহা ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল হইতে পারে, প্রতারণামূলকভাবে প্রদান করা বা পরিবর্তন বা অপসারণ বা অন্য কোনোভাবে অদৃশ্য করিয়া ফেলা বা ডাক বিলির দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে উক্ত ডাক বহনের জন্য মাশুল দাবি করা বা কোনো উৎকোচ বা বকশিস দাবি করা বা এই অধ্যাদেশের অধীন আদায়যোগ্য নহে এইরূপ কোনো অর্থ গ্রহণ করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৬। ডাকসেবা ও কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য বা রেকর্ডপত্র বা দলিলাদি প্রতারণামূলকভাবে প্রস্তুত বা পরিবর্তন বা গোপন করা বা ধ্বংস বা নষ্ট করিবার দণ্ড।– ডাকসেবাসমূহ বা ডাক কার্যক্রমসমূহের তথ্য বা রেকর্ডপত্র বা দলিল প্রস্তুত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক অসত্য তথ্য বা রেকর্ডপত্র বা দলিল প্রতারণামূলকভাবে প্রস্তুত করা অথবা পরিবর্তন বা গোপন বা ধ্বংস বা নষ্ট করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৭। অপরিশোধকৃত ডাক (Unpaid Postal Articles) প্রতারণামূলকভাবে প্রেরণের দণ্ড।– বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক ডাকযোগে বা ডাক ব্যাগে এইরূপ কোনো ডাক প্রেরণ করা যাহাতে ডাকমাশুল পরিশোধ করা হয় নাই বা এই অধ্যাদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয় নাই, যাহা দ্বারা অনুরূপ ডাকের মাধ্যমে প্রাপ্য মাশুল হইতে সরকারকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৮। বাংলাদেশ ডাক এর কোনো কর্মচারী কর্তৃক বাংলাদেশ ডাক এর অন্য কোনো কর্মচারীকে কর্তব্যপালনে বাধা প্রদান, কর্তব্য হইতে বিরত থাকিবার প্ররোচণা প্রদান, ইত্যাদি করিবার দণ্ড।– বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী, বাংলাদেশ ডাকের অন্য কোনো কর্মচারীকে কর্মসম্পাদনে বাধা প্রদান করিলে বা বাংলাদেশ ডাকের কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির তৎপরতায় লিপ্ত হইলে বা শৃঙ্খলা বিধানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে বা কর্তব্য হইতে বিরত থাকিবার প্ররোচণা প্রদান করিলে বা অফিস শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোনো কাজে লিপ্ত হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৯। ডাকটিকিট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দাবি করিবার দণ্ড।– ডাকটিকিট বিক্রয়ের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ডাকটিকিটের জন্য ক্রেতার নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দাবি করিলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭০। ধারা ৫৬ লঙ্ঘনের দণ্ড।– ধারা ৫৬ এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ডাক বা দ্রব্য প্রেরণ করা অথবা পেশ বা হস্তান্তর করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭১। বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স নোংরা বা ক্ষতি করিবার দণ্ড।–বাংলাদেশ ডাকের কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নোংরা করা বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষতিসাধন করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) হাজার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭২। পরিবহণকালে ভুলভাবে প্রাপ্ত ডাক বা ডাক ব্যাগ আটক রাখিবার দণ্ড।–কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহণকালে ভুলভাবে প্রাপ্ত ডাক বা ডাক ব্যাগ সঠিক গন্তব্যে প্রেরণ না করিয়া প্রতারণা বা ইচ্ছাকৃতভাবে লুকাইয়া রাখা বা চুরি করা বা নিজের কাছে রাখা বা আটকাইয়া রাখা বা বাংলাদেশ ডাকের কোনো কর্মচারী কর্তৃক তলব করা হইলে তাহা পেশ বা বিলি করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৩। ডাকের গন্তব্য বেআইনিভাবে পরিবর্তনের দণ্ড।–বাংলাদেশ ডাকের কর্মচারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিদ্বেষবশত অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোনো ডাক খোলা বা খুলিবার ব্যবস্থা করা যাহা অন্যের নিকট বিলি করিবার প্রয়োজন ছিল অথবা কোনো ব্যক্তির নিকট ডাকের বিলি ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হয় এইরূপ কোনো কার্য করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে প্রাপক যদি নাবালক বা পোষ্য হন, সেই ক্ষেত্রে প্রাপকের পিতা বা মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৭৪। অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা অপরাধ সংঘটনে সহায়তা প্রদানের দণ্ড।– কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করা বা অনুরূপ দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা প্রদান করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি উক্ত অপরাধের জন্য উল্লেখকৃত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৫। বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স বা ডাকঘর বা ডাক যানবাহনে কোনো প্ল্যাকার্ড, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, তালিকা, দলিল, বোর্ড বা অন্য কোনো দ্রব্য আঁটানো বা অবয়ব পরিবর্তন করিবার দণ্ড।– যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ ডাকের কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স বা ডাকঘর বা ডাক যানবাহনে কোনো প্ল্যাকার্ড, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, তালিকা, দলিল, বোর্ড বা অন্য দ্রব্য আঁটিয়া দিলে বা অন্য

কোনোভাবে অবয়ব পরিবর্তন করিলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৬। মিথ্যা ঘোষণা প্রদানের জন্য দণ্ড।– কোনো ডাক বা উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু বা মূল্য সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৭। ডাক যানবাহন আটক বা বাধাদান বা ডাক যানবাহন খোলা বা ডাক আটক রাখা বা ডাক ব্যাগ খোলার দণ্ড।–এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের কর্তৃত্বাধীন বা সরকারের লিখিত আদেশে অনুসরণে বা ধারা ১৫ এ উল্লেখকৃত ব্যক্তি বা উপযুক্ত আদালতের নির্দেশ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ডাক যানবাহন আটক বা ডাক যানবাহন খোলা বা ডাক আটক রাখা বা কোনো অজুহাতে ডাক ব্যাগ খোলা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৮। ডাকযোগে প্রেরিত ডাক বা ডাক ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দায়েরের অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে 'ডাক' বা 'ডাক ব্যাগ' মূল্য নির্বিশেষে সম্পত্তি হিসেবে পরিগণ্য।–ডাকযোগে প্রেরিত ডাক বা ডাক ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধের প্রত্যেক মামলা দায়েরের অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্যে ডাক বা ডাক ব্যাগ বাংলাদেশ ডাকের সম্পত্তি হিসেবে বর্ণনা করাই যথেষ্ট হইবে, ইহা প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না যে, উক্ত ডাক বা ডাক ব্যাগের মূল্য কত ছিল।

৭৯। লাইসেন্স ব্যতিরেকে সেবা পরিচালনা।– কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ডাক, কুরিয়ার বা পার্সেল সেবা ব্যবসা পরিচালনা করা আইনত নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০,০০,০০০/– (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবার বিধান থাকিবে। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখাও এই ধারার অধীন একই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৮০। লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন – যদি কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইন বা বিধি অনুযায়ী আরোপিত লাইসেন্সের কোনো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত লঙ্ঘন করে, তবে উক্ত কার্য লাইসেন্স লঙ্ঘনজনিত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তদন্ত সাপেক্ষে এরূপ লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে অনধিক ১০,০০,০০০/– (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক জরিমানা আনুষঙ্গিক আদেশসহ (যেমন ক্ষতিপূরণ, সতর্কীকরণ) প্রদান করিতে পারিবে। একই প্রকার লঙ্ঘন পরপর একাধিকবার ঘটিলে জরিমানার পরিমাণ প্রতি–বার ক্রমবর্ধমান হারে নির্ধারিত হইতে পারিবে অথবা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করিবার মত গুরুতর শাস্তি গ্রহণ করিতে পারিবে (যদি প্রয়োজনবোধ করে)।

৮১। নির্ধারিত হার অতিক্রমকারী মাশুল আদায় ও তালিকা প্রদর্শনে ব্যর্থতা – কোনো লাইসেন্সধারী কর্তৃক সরকার বা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ হারের বেশি সেবা চার্জ আদায় করিলে উহা একটি অপরাধ হইবে এবং দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২০,০০০/– (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। অনুরূপভাবে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা মূল্যের তালিকা তার অফিস/শাখায় সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন না করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং দোষী ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০,০০০/– (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। এই ধারা অনুসারে অপরাধ সংঘটিত হইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উক্ত লাইসেন্সধারীকে সতর্কীকরণসহ, প্রয়োজনে, অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আরোপ বা লাইসেন্স সাময়িক স্থগিতকরন ইত্যাদি প্রশাসনিক পদক্ষেপও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮২। অননুমোদিত আর্থিক লেনদেন পরিচালনা।– কোনো লাইসেন্সধারী ডাক/কুরিয়ার অপারেটর সরকারী অনুমতি ব্যতীত তাহার সেবার অংশ হিসাবে নগদ অর্থ, মুদ্রা, বিনিয়োগপত্র বা ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স না থাকিয়া গ্রাহকদের কাছ হইতে বিদেশে অর্থ প্রেরণ (মানি ট্রান্সফার) বা দেশান্তরী অর্থ (রেমিট্যান্স) সংগ্রহ ইত্যাদি করিলে অথবা দেশীয় মুদ্রা/বিদেশি মুদ্রা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিলে এই ধারায় অপরাধ সংঘটিত হইবে। এরূপ অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০,০০,০০০/– (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং উক্ত অবৈধ লেনদেনে সংশ্লিষ্ট অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে। তদুপরি, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনেও এমন কার্যক্রম বিচারযোগ্য হইতে পারে।

৮৩। ডাকগোপনীয়তা লঙ্ঘন ও বেআইনী হস্তক্ষেপ – (১) যদি কোন ব্যক্তি বেআইনীভাবে অন্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বা অন্যের নিকট বিতরণযোগ্য কোন ডাক বস্তু (চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি) ইচ্ছাকৃতভাবে খোলেন, মর্ম উদঘাটন করেন, ধ্বংস করেন বা বিলম্বিত করেন, তবে উহা একটি ফৌজদারি অপরাধ হইবে। এই অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

(২) কোন ব্যক্তি যদি ডাক পরিবহন বা বিতরণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক চলায় বাধা প্রদান করেন – যেমন ডাকবাহি যানবাহন অবরোধ করা, ডাকবস্তা/খাম চুরি করা, ডাক বাক্স ভাঙচুর করা – তাহাও অপরাধ হইবে এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি ডাকঘরের সরকারী সিলমোহর, ডাকটিকিট বা অন্যান্য চিহ্নমুদ্রা জাল করেন বা পুনঃব্যবহার করেন প্রতারণার অভিপ্রায়ে, তাহা ডাকসংক্রান্ত জালিয়াতির অপরাধ হইবে। এই অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে। বিদ্যমান ডাকটিকিট ও স্ট্যাম্প সংশ্লিষ্ট অপরাধ সমূহ দণ্ডবিধি এবং স্ট্যাম্প আইনেও বিচারযোগ্য হইবে।

৮৪। ডাক কর্মচারীর অপরাধ।– ডাক বিভাগ কিংবা কোন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কর্মচারী যদি তাহার কর্মক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগে ডাকঘর সম্পর্কিত কোন অপরাধ সংঘটন করেন, তবে উহা এই আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। যেমনঃ কোন ডাক কর্মচারী কর্তৃক চিঠি, পার্সেল বা মানি অর্ডার সম্বন্ধীয় অর্থ/দলিল আত্মসাৎ করা; ইচ্ছাকৃতভাবে ডাকপত্র বিনষ্ট, গোপনে বিক্রীত বা তৃতীয় পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া; বাহক কর্তৃক গ্রাহকের পার্সেল চুরি ইত্যাদি। এই ধরনের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কর্মচারী অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, এবং তার বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতি ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গ্রহণযোগ্য হইবে। উল্লেখ্য যে, কর্মচারীদের এই প্রকার অপরাধ দণ্ডবিধি অনুযায়ী trust ভঙ্গ বা চুরি হিসেবেও বিচারে উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

৮৫। কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের অপরাধের ক্ষেত্রে দায়।– যদি কোন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণকারী পরিচালক, অংশীদার বা প্রধান নির্বাহীকে সেই অপরাধের সহিত যুক্ত বলা যাইবে। যদি না তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে অপরাধ তাহার অজান্তে সংঘটিত হইয়াছে অথবা তিনি তার প্রতিরোধে সকল যথাসাধ্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদুপরি, ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্য যে সকল কর্মকর্তা বাস্তবে অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশনা প্রদান করিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধেও একইভাবে দায়বদ্ধতা আরোপ হইবে।

৮৬। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষমতা – (১) এই অধ্যায়ে নির্ধারিত অপরাধসমূহ বিচারের মাধ্যমে দণ্ডনীয় হলেও বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং কিছু কিছু ক্ষেত্রে (বিশেষত যেখানে শাস্তির পরিমাণ ক্ষুদ্র বা প্রশাসনিক ত্রুটি সংশোধনের বিষয়) সরাসরি প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিয়া ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) কোন লাইসেন্সধারী অনিচ্ছাকৃত বা সামান্য মাত্রায় আইন/বিধি লঙ্ঘন করিলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তাকে ন্যূনতম আর্থিক জরিমানা ও সতর্কীকরণ প্রদান করিয়া ছাড় পাইতে পারে, যদি লাইসেন্সধারী উক্ত লঙ্ঘন স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

(৩) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা ১০,০০,০০০/– (দশ লক্ষ) টাকার অধিক হইবে না (যদি না প্রবিধানে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাপনা নির্দিষ্ট থাকে)। জরিমানার অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের অনুকূলে প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় লাইসেন্স স্থগিতসহ আইনগত পদক্ষেপ গ্রাহ্য হইবে।

(৪) জরিমানা আরোপের পূর্বে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং অভিযুক্ত পক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইবে ও জবাব প্রদানের সুযোগ দিবে।

(৫) যেসব গুরতর বা অপরাধমূলক লঙ্ঘনের জন্য এই আইনে কারাদণ্ডের বিধান আছে (যেমন লাইসেন্সবিহীন কার্য, ডাকচালানে মাদক পাচার, ডাক কর্মচারীর জালিয়াতি ইত্যাদি), সেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং প্রশাসনিক জরিমানার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবে না; বরং যথাযথ ফৌজদারি কার্যধারায় বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করিবার জন্য আইন–প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিবে।

৮৭। পরিদর্শন, অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্তকরণ – (১) এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং যেকোনো লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, নথিপত্র ও সরঞ্জামাদি পরীক্ষা করিবার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে। কোনো পরিদর্শক বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের পরিচয়পত্র প্রদর্শন পূর্বক দিনের সময়ে লাইসেন্সধারীর অফিস, গুদাম বা প্রসেসিং সেন্টারে প্রবেশ করিয়া কার্য পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় নথি পরীক্ষা ও কপি সংগ্রহ, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(২) যথাযথ সন্দেহের ভিত্তিতে ও ম্যাজিস্ট্রেটের পরোয়ানা সাপেক্ষে পরিদর্শক কোনো লাইসেন্সধারীর স্থাপনা বা যানবাহনে অনুসন্ধান চালাইতে পারিবে। অনুসন্ধানে বেআইনী বা অপরাধজনক উপাদান (যেমন নিষিদ্ধ দ্রব্য, জাল নথি) প্রাপ্ত হইলে পরিদর্শক সেগুলি জব্দ করিতে

পারিবে এবং জব্দকৃত সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে প্রদান করিবে।

(৩) পরিদর্শকগণকে তাদের কার্য সম্পাদনে যথোপযুক্ত পুলিশি সহায়তা প্রদান করা যাইবে। পরিদর্শনের সময় লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সকলে পরিদর্শককে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবে; সহযোগিতায় ব্যর্থ হইলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন পরিদর্শক কর্তৃক জব্দকৃত কোন বস্তু/নথি দীর্ঘদিন আটক রাখার প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং উহা আদালতের নিকট সংরক্ষণের আবেদন করিবে; নতুবা তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট বৈধ মালিকের নিকট ফেরত প্রদান করিবে যদি সেই বস্তু আইনগতভাবে মালিকানায় থাকিয়া তা ফেরতযোগ্য হয়।

৮৮। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।–ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বা মহাপরিচালক বা পোস্টমাস্টার জেনারেল এর আদেশ দ্বারা কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তির অভিযোগ ব্যতীত এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ আদালত বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

৮৯। অপরাধের আমলযোগ্যতা।–এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত অপরাধ অ–আমলযোগ্য (Non–Cognizable) অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

৯০। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।–এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৭ এ উল্লেখ্কৃত অভিযোগ, যাহা আদালত কর্তৃক গৃহীত, তাহার তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে 'ফৌজদারি কার্যবিধি' প্রযোজ্য হইবে।

৯১। ফৌজদারি বিচার ও বিবিধ – (১) এই অধ্যায়ের অধীন যেসব অপরাধ দন্ডনীয়, সেগুলির বিচার দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী প্রক্রিয়াধীন হইবে (বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম এই আইনে না থাকিলে)। সরকার ইচ্ছা করিলে বিশেষ কোনো অপরাধের বিচার দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে এক বা একাধিক বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং কোনো গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ সংঘটনের তথ্য উদঘাটন করিলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর দায়ের করিতে পারিবে বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে। তদন্ত পর্যায়ে বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইংয়ের কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণ তদন্ত কর্মকর্তার সহায়ক হিসাবে তথ্য সরবরাহ ও বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারিবে।

(৩) আদালত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিলে, আদালত এই আইনের উল্লেখিত দণ্ডসীমার মধ্যে শাস্তি নির্ধারণ করিবে। যদি কোনো একই কার্য একইসঙ্গে একাধিক আইনের আওতায় অপরাধ গঠন করে, তবে প্রসিকিউশন যেকোনো উপযুক্ত আইনে বা একাধিক আইনে একযোগে মামলা চালাইতে পারিবে; তবে একাধিক শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিধি অনুসরণীয় হইবে।

অধ্যায় ১১

পোস্টাল কাউন্সিল

৯২। কাউন্সিলের গঠন। – (১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত হইবে–

(ক) সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

(খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি; (নার্কোটিক্স)

(গ) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি;

(ঘ) আইসিটি বিভাগ;

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন;

(চ) অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বিভাগ;

(জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ;

(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক;

(ঞ) হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের দপ্তর (CGA);

(ট) ডাক বিভাগের দুইজন অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক;

(ঠ) বাংলাদেশ ডাকের মহাপরিচালক এবং রেগুলেশনের দায়িত্বে নিয়জিত এডিজি, যিনি হইবেন সদস্য সচিব।

(৩) (১)(ট) তে বর্ণিত সদস্য ব্যতিরেকে, সকল প্রতিনিধি সরকারের যুগ্মসচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার হইবেন।

(৪) উক্ত মিটিংয়ে সাচিবিক সহায়তা দিবে বাংলাদেশ ডাক।

(৪) এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কাউন্সিল উহার কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

৯৩। বাংলাদেশ ডাকের ওভারসাইট ও এর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধতা নিরসন।– (১) কোনও নাগরিক বা লাইসেন্সধারী যৌক্তিক কারণে বাংলাদেশ ডাকের উপর সংক্ষুব্ধ হইলে উহার প্রতিকার চাহিয়া ধারা ৫৪ তে গঠিত কাউন্সিলের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবে এবং সংক্ষুব্ধতা নিরসনের বিস্তারিত পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ–ধারা (১) এর অধীন কোনও আবেদন প্রাপ্ত হইলে কাউন্সিল সংক্ষুব্ধ পক্ষসমূহের বক্তব্য লিখিত ও মৌখিকভাবে গ্রহণ করিয়া পর্যালোচনাপূর্বক উক্ত সংক্ষুব্ধতার বিষয়ে সা সিদ্ধান্তের রদ, পরিবর্তন বা বহাল রাখিতে পারিবে।

(৩) কাউন্সিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশের ডাকের কার্যাবলি ও অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য চাহিতে পারিবে।

(৪) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কপি কাউন্সিল ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইটি সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৯৪। কাউন্সিলের ক্ষমতা– (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ে বিবেচিত কাউন্সিল উহার অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবে যেন উহা একটি দেওয়ানী আদালত, যথা–

(ক) যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ম্যানুয়াল বা ডিজিটাল নথি তলব;

(খ) সংক্ষুব্ধতার বিষয়বস্তু নির্ধারণকল্পে পক্ষভুক্ত যে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার জন্য নোটিশ প্রদান;

(গ) সাক্ষীকে নোটিশ প্রদান;

(ঘ) যে কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ;

(২) কাউন্সিল প্রয়োজনে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) দেশে প্রচলিত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন বিবেচিত বিকল্প পদ্ধতিতে সংক্ষুব্ধতা নিরসনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাইবে।

অধ্যায় ১২

বিবিধ প্রসঙ্গ

৯৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা – সরকার এই আইন কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন ও জারি করিতে পারিবে। বিশেষতঃ লাইসেন্সের শ্রেণি ও ফি, ফরম ও প্রক্রিয়া, সার্বজনীন ডাকসেবার পরিধি, সেবা মানের সূচক, নিরাপত্তা ও ডেটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা, অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি, তফসিল সংশোধন, আপিল প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে সরকার সময় সময় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। এই সকল বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে যদি তাতে বিলম্বিত কার্যকারিতা উল্লেখ না থাকে।

৯৬। ম্যানুয়াল প্রণয়নের ক্ষমতা – বাংলাদেশ ডাক এই আইন কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অপারেশন ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও জারি করিতে পারিবে। বিশেষতঃ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা (Interpretation) কল্পে উপযুক্ত কার্যপরিধি নির্ণয়পূর্বক সময় সময় ভলিয়্যম আকারে

অপারেশন ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিতে পারিবে। এই সকল অপারেশন ম্যানুয়াল মহাপরিচালকের পরিপত্র জারির মাধ্যমে কার্যকর হইবে।

৯৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকারী বিধির অধীন ও সীমার মধ্যে বাংলাদেশ ডাক এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য বিস্তারিত প্রবিধান, নির্দেশিকা বা কোড প্রণয়ন করিতে পারিবে। এই সকল প্রবিধান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং গেজেটে প্রকাশিত হইলেই কার্যকর হইবে। উদাহরণতঃ লাইসেন্সের শর্তসমূহের বিস্তারিত বিধান, KYC বাস্তবায়নের পদ্ধতি, সেবার মান পরিমাপের সূচক নির্ধারণ, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের মানদণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ডাক প্রবিধান জারি করিতে পারিবে।

৯৮। কোম্পানি গঠনের ক্ষমতা।– বাংলাদেশ ডাক উহার কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ডাকের কার্যের সহিত সম্পর্কিত ব্যবসায়–বাণিজ্যের প্রসারকল্পে কোন কোম্পানী গঠন করিতে বা গঠনে সহায়তা করিতে পারিবে৷

৯৯। এজেন্সি গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষমতা।– বাংলাদেশ ডাক নিম্নলিখিত ভাবে এজেন্সি গ্রহণ ও প্রদান করিতে পারিবে–

(১) বাংলাদেশ ডাক এজেন্সি গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে নিম্নরূপে:–

(ক) বাংলাদেশ ডাক, উহার অধিকারী ডাকসেবা এবং বিশেষায়িত ও মূল্য–সংযোজিত ডাকসেবা পরিপালন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের লক্ষ্যে, অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, বীমা বা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে এজেন্সি গ্রহণ করিতে এবং তাহাদের পক্ষে সেবা প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত এজেন্সি সেবার মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব বা কমিশন বাংলাদেশ ডাক এর আয় হিসেবে গণ্য হইবে এবং উহার কার্যপরিধি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) বাংলাদেশ ডাক এজেন্সি প্রদান ও আউটসোর্সিং করিতে পারিবে নিম্নরূপে:–

(ক) বাংলাদেশ ডাক দেশের অভ্যন্তরে ডাক নেটওয়ার্কের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ডাকের মৌলিক বা অধিকারী ডাকসেবা বা উহার কোনো অংশ পরিচালনার জন্য, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ফ্রেঞ্চাইজি পোস্টমাস্টার, অবিভাগীয় এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এজেন্সি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) এজেন্সি প্রদান করা হইলেও, বাংলাদেশ ডাক এজেন্টের মাধ্যমে প্রদেয় সেবার নির্ধারিত গুণগত মান, নিরাপত্তা এবং আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করিবার জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশ ডাক সেবার সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে নিম্নরূপে:–

(ক) বাংলাদেশ ডাক তাহার অধিকারী ডাকসেবা এবং বিশেষায়িত ও মূল্য–সংযোজিত ডাকসেবা–কে এমনভাবে সমন্বয় করিবে, যাহাতে এই সেবাগুলো ডেজিগনেটেড অপারেটরের মৌলিক ডাকসেবা পরিপালনকে কোনোরূপ বিঘ্নিত না করে;

(খ) এই ধারার অধীনে গৃহীত সকল এজেন্সি ও আউটসোর্সিং কার্যক্রম বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক পরিপালনীয় আইনী কাঠামোর আওতায় থাকিবে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার আওতাভুক্ত থাকিবে।

১০০। সার্বজনীন সেবা তহবিল ও ভর্তুকি– (১) সার্বজনীন ডাকসেবা প্রদানে যদি বাংলাদেশ ডাক বিভাগকে আর্থিকভাবে ঘাটতি বহন করিতে হয়, তবে সরকার বার্ষিক বাজেটে উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ ভর্তুকি/অনুদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) সরকার চাইলে ডাক ও কুরিয়ার খাতের উন্নয়ন ও সার্বজনীন সেবার ব্যয় আংশিক বহন করার উদ্দেশ্যে একটি সার্বজনীন সেবা তহবিল গঠন করিতে পারিবে। উক্ত তহবিলে সরকারি অনুদান ও প্রয়োজনে লাইসেন্সধারী বেসরকারি অপারেটরদের নিকট হইতে মোট আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সার্ভিস চার্জ/লেভি হিসাবে জমা নেওয়া হইবে।

(৩) সার্বজনীন সেবা তহবিলের অর্থ বাংলাদেশে ডাক সেবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সুবিধাবঞ্চিত বা অলাভজনক এলাকায় সেবা প্রদানের ব্যয়ভার বহন, ডাকঘরসমূহের আধুনিকায়ন এবং সার্বজনীন সেবার মানোন্নয়নে ব্যবহৃত হইবে।

(৪) উপধারা (২) অনুযায়ী কোনো চার্জ আরোপ বা তহবিল গঠনের পূর্বে সরকার বেসরকারি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণ করিবে এবং অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।

১০১। তহবিল ও অর্থব্যবস্থা।– (১) বাংলাদেশ ডাকের একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে। উক্ত তহবিলে লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ, প্রশাসনিক জরিমানা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং বৈধ অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) এই তহবিল বাংলাদেশ ডাকের দৈনন্দিন ব্যয়, জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, লাইসেন্সধারীদের তদারকি ও ডাকসেবা খাতের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) বাংলাদেশ ডাক প্রতি অর্থবছরে উহার বাজেট ও হিসাব সরকারের কাছে পেশ করিবে; এবং সরকারের নির্ধারিত অডিট ব্যবস্থার অধীনে উহা হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবে।

১০২। পোস্ট ই–সার্ভিস সেন্টার।– বাংলাদেশ ডাক এর আধুনিকীকরণ এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশের ডাকঘরসমূহ বা উহার নির্ধারিত কোনো স্থানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বহুমুখী সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক অনুমোদিত এবং স্থাপিত উদ্যোক্তা চালিত পোস্ট ই–সেন্টার সমূহকে এই আইনের অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইলো। পরবর্তী পোস্ট ই–সেন্টারের স্থাপন ও সকল পোস্ট ই–সেন্টারের পরিচালনা হইবে নিম্নরূপঃ

(১) পোস্ট ই–সেন্টার স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবেঃ–

(ক) গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত পোস্ট ই–সেন্টারসমূহকে সকল প্রকার ডিজিটাল সরকারি সেবা প্রদানের ওয়ান–স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

(খ) স্থানীয় যুবক–যুবতীদের জন্য আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই–কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং ও অন্যান্য ডিজিটাল জীবিকামূলক কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্ল্যাটফর্ম প্রদান।

(২) দক্ষতা উন্নয়ন ও সনদের আইনি স্বীকৃতিঃ–

(ক) পোস্ট ই–সেন্টারের মাধ্যমে পোস্টাল একাডেমির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম এবং সনদ প্রদানের বর্তমান প্রক্রিয়া সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা অনুমোদিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আইনগত অনুমোদন ও অধিভুক্তি লাভের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে;

(খ) বাংলাদেশ ডাক, পোস্টাল একাডেমি প্রদত্ত সনদের চাকরির বাজারে গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, উপ–ধারা (২)(ক) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবে।

(৩) পোস্ট ই–সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ ডাক এর নিজস্ব অর্থায়নে অথবা ফ্রেঞ্চাইজি মডেল বা সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্ব এর মাধ্যমে হইতে পারিবে এবং উহার সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ ডাক এর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার আওতাভুক্ত থাকিবে।

১০৩। ফ্রেঞ্চাইজি পোস্ট অফিস স্থাপন।– ডেজিগনেটেড অপারেটর দেশের অভ্যন্তরে ডাক নেটওয়ার্কের পরিপূরক হিসেবে এবং ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবা পরিপালনের মানদণ্ডকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সুনির্দিষ্ট চুক্তি, লাইসেন্স বা অনুমোদনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কাঠামোতে ফ্রেঞ্চাইজি পোস্ট অফিস স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবেঃ

(১) ফ্রেঞ্চাইজি পোস্ট অফিস স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হইবে—

(ক) ডাকঘর স্থাপনের জন্য লাভজনক নয় এমন নতুন বা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ডাকসেবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

(খ) ফ্রেঞ্চাইজি চুক্তির মাধ্যমে ডেজিগনেটেড অপারেটরের জন্য নিয়মিত লাইসেন্স ফি, রয়্যালটি বা কমিশন–এর মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় সৃষ্টি করা;

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(২) ফ্রেঞ্চাইজি পোস্ট অফিসসমূহ ডেজিগনেটেড অপারেটরের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার অধীনে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করিতে পারিবেঃ

(ক) মৌলিক ডাকসেবা, অধিকারী ডাকসেবা, এক্সপ্রেস ডাকসেয়াব, প্রিমিয়াম ডাকসেবা এবং বিশেষায়িত ও মূল্য–সংযোজিত ডাকসেবার অন্তর্ভুক্ত নির্ধারিত পণ্য ও সেবাসমূহ;

(খ) প্রবিধান দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য (যেমনঃ প্যাকেজিং সামগ্রী, স্টেশনারি) এবং সেবা (যেমনঃ ফটোকপি, ইন্টারনেট সেবা)।

(৩) ফ্রেঞ্চাইজি পোস্টমাস্টার বা চুক্তিবদ্ধ সত্তা ডেজিগনেটেড অপারেটরের স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবেন না। তবে, ডেজিগনেটেড অপারেটর কর্তৃক নির্ধারিত সেবার মানদণ্ড, নিরাপত্তা প্রবিধান এবং প্রযুক্তিগত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে তাহারা আইনত বাধ্য থাকিবেন। উক্ত ফ্রেঞ্চাইজি কোনো অবস্থাতেই ডাকের আইনগত বিশেষাধিকারের অপব্যবহার করিতে পারিবে না।

১০৪। পোস্ট শপ স্থাপন।– ডেজিগনেটেড অপারেটর দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ডাকঘরসমূহের ভৌত অবকাঠামোকে কেবল মৌলিক ডাকসেবা, অধিকারী ডাকসেবা বা এজেন্সী ডাকসেবা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক বহুমুখী বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে নিম্নলিখিতভাবে পোস্ট শপ স্থাপন করিতে পারিবেঃ

(১) পোস্ট শপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হইবে ডাকঘরসমূহের অব্যবহৃত বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইয়া ডেজিগনেটেড অপারেটরের আয় বৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা; এবং, ডাকঘরকে স্থানীয় জনজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য, সেবা ও তথ্যের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

(২) পোস্ট শপের মাধ্যমে ডেজিগনেটেড অপারেটর নিম্নলিখিত পণ্য ও সেবা প্রদান করিতে পারিবেঃ

(ক) ডাক টিকেটের বিভিন্ন রূপ, ফিলাটেলি সামগ্রী, ডাক বাক্স, প্যাকেজিং উপকরণ এবং ডাকের লজিস্টিকস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক অন্যান্য সামগ্রী;

(খ) ডিজিটাল ডিভাইসের বিক্রয়, মোবাইল রিচার্জ, ইলেকট্রনিক পণ্য, এবং ডাকের আর্থিক সেবার (PLI, সঞ্চয়, MFS) জন্য সহায়ক পরিষেবা;

(গ) স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কুটির শিল্প এবং নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও বিক্রয়;

(ঘ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং জনস্বার্থের অনুকূলে, অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার বিক্রয় ও বিতরণ।

(৩) পোস্ট শপ গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ডাক সেবা পরিপালনকে কোনোরূপ বিঘ্নিত করিবে না এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিধি ও মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক পরিচালিত হইবে।

১০৫। জনসম্পৃক্তকরণ ও দায়বদ্ধতা।– বাংলাদেশ ডাক তাহার মৌলিক ডাকসেবা এবং অধিকারী ডাকসেবা সহ সকল ডাকসেবার মান, সক্ষমতা এবং সহজলভ্যতা সম্পর্কে অবহিত করিবার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে উচ্চমাত্রার জনসম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং প্রদত্ত সেবার মান সহ ডাক নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা, আবশ্যিক জনবলের দায়িত্বশীলতা এবং ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষার বিষয়ে দেশের নাগরিকবৃন্দের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

১০৬। কর্মচারী কল্যাণ ও সমবায় সমিতি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, ইত্যাদি গঠন।– বাংলাদেশ ডাকের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ পারস্পরিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, প্রযোজ্য আইন ও বিধির অধীনে সমবায় সমিতি বা কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশন গঠন করিতে নিম্নলিখিতভাবে অধিকারী হইবেনঃ

(১) বাংলাদেশ ডাকের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাহাদের পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে, প্রযোজ্য সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুসরণপূর্বক, এক বা একাধিক সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনা করিতে অধিকারী হইবেন;

(২) উপ–ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত সমবায় সমিতিগুলি ডাক বিভাগের মৌলিক বা অতিরিক্ত ডাকসেবার পরিপূরক বাণিজ্যিক উদ্যোগ বা কর্মচারী–কেন্দ্রিক আর্থিক সেবা (যেমনঃ ঋণদান, সঞ্চয় প্রকল্প) গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৩) অবসরপ্রাপ্ত ডাক কর্মচারীগণ তাহাদের গোষ্ঠিগত কল্যাণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, দাতব্য প্রতিষ্ঠান আইন, ১৮৯০ বা অন্য কোনো প্রযোজ্য আইনের অধীনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি ডাক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন;

(৪) উপ–ধারা (৩) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ডাক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ডাকের ম্যান্ডেটভুক্ত বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় কর্মকাণ্ডসমূহে, ডাক বিভাগের সহিত সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করিতে পারিতে অধিকারী হইবে;

(৫) উপ–ধারা (৩) অনুযায়ী কৃত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশ ডাকের সেবা বিস্তারের নিমিত্ত ডাক সম্পর্কিত নতুন নতুন বাণিজ্যিক উদ্যোগ শুরু করা ও বাস্তবায়ন করা; এবং, বাংলাদেশ ডাকের অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত ভৌত অবকাঠামোর বাণিজ্যিক ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা করিয়া ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা;

(৬) উপ–ধারা (৪) অনুযায়ী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বা আয় আবশ্যিকভাবে ফাউন্ডেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কল্যাণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করিতে হইবে, এবং উক্ত ফাউন্ডেশনের সকল আর্থিক কার্যক্রম সরকারের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার আওতাভুক্ত থাকিবে।

১০৭। সরল বিশ্বাসকে কৃত কাজ – সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও সদুদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে বাংলাদেশ ডাক বা উহার বৈধ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গৃহীত কোন কার্য বা পদক্ষেপের কারণে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা চালু হইবে না। বাংলাদেশ ডাক বা উহার কোনও সদস্য বা কর্মকর্তা যদি আন্তরিক বিশ্বাসে ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে কোন কাজ করেন যা পরবর্তীতে কারো ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তজ্জন্য তেমন ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা: যথাযথ যত্ন ও মনোযোগ সহকারে (due care and attention) করা হয়নাই এমন কোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

১০৮। রহিতকরণ ও সঞ্চিতব্যবস্থা – (১) The Post Office Act, 1898 (১৮৯৮ সালের VI নং আইন) এবং তৎপরবর্তী সকল সংশোধনী সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হইল। উক্ত আইনের অধীন প্রবর্তিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০১৩ এবং অনুরূপ সকল প্রবিধান/প্রজ্ঞাপনও এই আইনের কার্যকারিতার তারিখ হইতে বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) উপধারা (১) সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী আইন ও বিধিমালার অধীনে যেকোনো লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা রেজিস্ট্রেশন যাহা এই আইনের প্রবর্তনকালে বলবৎ আছে, তাহা উহার মেয়াদকাল পর্যন্ত বা বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক শাখা কর্তৃক নতুন লাইসেন্স ইস্যু না করা পর্যন্ত, এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স বলিয়া গণ্য হইবে। এছাড়া, পূর্ববর্তী আইনাধীনে চলমান কোন তদন্ত, বিচার বা আপিল প্রক্রিয়া এই আইন প্রবর্তনের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না – তাহা পূর্ববৎ আইনানুগ পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হইবে;

(৩) হালনাগাদ হইবার পূর্ব পর্যন্ত পূর্বতন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক পরিপালনীয় ও অনুসরণীয় অন্যান্য সকল কোড, রুলস, অপারেশন ম্যানুয়াল, ভলিয়ুম, ফর্মস, বিধি, নীতিমালা, প্রবিধান, অফিস আদেশ, মহাপরিচালকের পরিপত্র, ইত্যাদি বহাল থাকিবে এবং এই আইনের ভিত্তিমূলে রচিত ও জারি হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(৪) যদি এই আইন কার্যকর হওয়ার সময় ডাক বিভাগ বা মেইলিং অপারেটর কর্তৃক কোন মামলা বা লাইসেন্সবিষয়ক কার্য বিবিধ প্রক্রিয়াধীন থাকে, তাহা এই আইনের আওতায় সমানভাবে চলমান থাকিবে। অর্থাৎ, পূর্বের ব্যবস্থায় শুরু হইয়া থাকা কোন প্রশাসনিক বা আইনি প্রক্রিয়া নব আইনের ফলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না;

(৫) The Post Office Act, 1898 (১৮৯৮ সালের VI নং আইন) এবং তৎপরবর্তী সকল সংশোধনীর আওতায় বা উক্ত আইনের ক্ষমতাবলে পূর্বতন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত সকল চুক্তি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নতুন অধ্যাদেশের আওতায় নবায়ন না করিলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; তবে, বাংলাদেশ সরকার ও বৈদেশীয় সরকারকে পক্ষভূক্ত করিয়া বা ডাক চলাচলের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী বিমানসংস্থার সহিত কৃত সকল চুক্তি বলবৎ থাকিবে;

(৬) এই আইনের বিধানাবলী কোন ক্ষেত্রেই ইহাতে বর্ণিত বিষয় ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হইবে না – উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ পরিবহন, সরাসরি বিক্রয় বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ (যদি নিজের ব্যবস্থাপনায় হয়) – এই আইন উহার উপর প্রসারিত হইবে না;

(৭) উক্ত রহিত আইনসমূহের অধীনে গঠিত "বাংলাদেশ ডাক বিভাগ" সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনক্রমে এই আইনের অধীন চলমান থাকিবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিদ্যমান সকল স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি, দায়–দায়িত্ব, অধিকার ও কর্মচারীবৃন্দ পরিবর্তন ব্যতিরেকে পূর্ববৎ সরকারী ব্যবস্থাপনায় অব্যাহত থাকিবে এবং এই আইনের বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবে।

১০৯। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।– (১) এই অধ্যাদেশ প্রর্বতনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই অধ্যাদেশের অনূদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে;

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল (১) *(নিষিদ্ধ দ্রব্যের সামগ্রিক তালিকা সংযুক্ত)*:

১. বিস্ফোরক, দাহ্য ও রেডিওএকটিভ পদার্থ;
২. অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক উপাদান (সরকার অনুমোদিত ব্যতিক্রম ছাড়া);
৩. অবৈধ মাদকদ্রব্য, সাইকোট্রপিক ও বিষাক্ত পদার্থ;
৪. জীবন্ত প্রাণী (শুধুমাত্র মৌমাছি, জোঁক, রেশমগুটি, প্রভৃতি ইউপিইউ অনুমোদিত প্রজাতি ব্যতীত);
৫. মানুষের দেহাবশেষ, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ (বিশেষ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত);
৬. জাল মুদ্রা, জাল ডাকটিকিট, জাল সিলমোহর;
৭. জুয়া খেলার সরঞ্জাম ও টিকিট (যদি আইনত নিষিদ্ধ হয়);
৮. WTO নির্ধারিত বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ সনদের আওতাভুক্ত নিষিদ্ধ আইটেম (হাতির দাঁত, বিপন্ন প্রাণীর চামড়া);
৯. এমন অন্যান্য দ্রব্য যা বিমান বা পরিবহন নিরাপত্তার জন্য ICAO/IATA অনুযায়ী বিপজ্জনক (শক্তিশালী চুম্বক, অননুমোদিত লিথিয়াম ব্যাটারি ইত্যাদি); এবং
১০. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ডাকযোগে প্রেরণ অযোগ্য সকল বস্তু।

উপরোক্ত তফসিল সময় সময় বাংলাদেশ ডাক কর্তৃক মহাপরিচালকের পরিপত্র মারফত পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংশোধন করা যাইতে পারে এবং বাংলাদেশ ডাকের নিয়ন্ত্রক উইং তাহা অবিলম্বে সকল অপারেটরকে অবহিত করিবে।